বিবিধ প্রবন্ধ।

কৃষ্ণনগর কলেজের অধ্যাপক,

শ্রীহেমচন্দ্র সরকার, এম্ এ প্রণীত।

দ্বিতীয় সংস্করণ।

কলিকাতা
২৫১ নং বহুবাজার ষ্ট্রীট, চেরী প্রেস লিমিটেড্ হইতে
টি, সি, দাস কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও কৃষ্ণনগর হইতে
গ্রন্থকার কর্ত্তৃক প্রকাশিত।
১৩২১।

প্রাপ্তিস্থান :—

ভট্টাচার্য্য এণ্ড সন্।
৬৫ নং কলেজ ষ্ট্রীট,
কলিকাতা।

এস, সি, বসু,
৯নং করিস চার্চ্চ লেন,
কলিকাতা।

মূল্য।৵০ পাঁচ আনা।
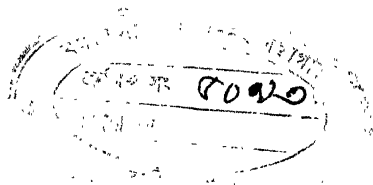
উৎসর্গ পত্র।

৺হরিচরণ সরকার

পিতৃদেব-চরণকমলে

অর্পিত হইল।

ভূমিকা।

বিবিধ প্রবন্ধে অনেকগুলি লোক-কল্যাণকর উপাদেয় প্রবন্ধ, সরল বঙ্গভাষায় নিবদ্ধ হইয়াছে। প্রবন্ধগুলি কৃতী গ্রন্থকারের ভূয়োদর্শন, প্রগাঢ় চিন্তা ও গবেষণা এবং আধ্যাত্মিক উৎকর্ষের উপাদেয় ফল। ইহা শিক্ষক, ছাত্র বা বিষয়ী লোক, বালক, বৃদ্ধ, যুবা সর্ব্বাবস্থায় সকলের পঠনীয় ও আলোচনীয়। ইহার বিশ্বজনীন উপদেশগুলি সকলের অনুকরণীয়। এতৎপাঠে হৃদয়ে লোকহিতৈষণা, ভগদবদ্ভক্তি, গুরুভক্তি, প্রভৃতি সনাতন কর্ত্তব্য পরম্পরায় হৃদয়ের অনুরাগ আগ্রহ সন্ধুক্ষিত হয়।

সমঞ্জসভাবে আধ্যাত্মিক ও আধিভৌতিক উৎকর্ষলাভই প্রকৃত শিক্ষা। এজন্য সর্ব্বার্থদর্শী ভগবান্ মনু বলিয়াছেন :—

"নাব্রহ্ম ক্ষত্রমৃধ্নোতি নাক্ষত্রং ব্রহ্ম বর্দ্ধতে।
ব্রহ্ম ক্ষত্রং চ সম্পৃক্তমিহ চামূত্র বর্দ্ধতে॥"

ক্ষত্রতেজ বা আধিভৌতিক বল, ব্রহ্মবলের বা আধ্যাত্মিক বলের সহিত সমঞ্জসভাবে সম্মিলিত না হইলে, তাহার বিশ্বজনীন প্রকৃত উৎকর্ষ হয় না। ঐরূপ ব্রহ্মতেজ বা আধ্যাত্মিক বল, ক্ষত্রতেজ বা আধিভৌতিক বলের সহিত সমঞ্জসভাবে সম্মিলিত না হইলে, তাহার প্রকৃত উৎকর্ষ হয় না। এ উভয় মহাশক্তির সামঞ্জস্যই মানবসমাজের পূর্ণোন্নতির নিদান। পক্ষান্তরে, এ সামঞ্জস্যের বিচ্ছেদই লোক বিপ্লবের নিদান; যথায় যে সময় এ সামঞ্জস্যের ভঙ্গ হয়, তথায় তখনি লোকবিপ্লব অবশ্যম্ভাবী। গ্রন্থকারকে, গ্রন্থে উক্ত আধিভৌতিক ও আধ্যাত্মিক উৎকর্ষের পক্ষে যত্নবান্ দেখিয়া পরম প্রীতিলাভ করিলাম। আমার বিবেচনায়, ঈদৃশ গ্রন্থপাঠে শুদ্ধ যে ছাত্রজীবন উপকৃত হইবে, তাহা নহে, এতৎপাঠে ও আলোচনায় মানবমাত্রেই মহোপকার লাভ করিবেন। সঙ্কটপূর্ণ মানবজীবনকে নিরাময় ও সুখসৌভাগ্যময় করা, নিকৃষ্ট চরিত্রকে উৎকৃষ্ট করা, জীবমাত্রেরি প্রতি আত্মবৎ ব্যবহার, বিশ্বজনীন সদ্ভাব ও সহানুভূতি প্রভৃতি প্রভূত কল্যাণপরম্পরা যে গ্রন্থকারের প্রাণের ভাব, তাহা এতৎপাঠে হৃদয়ঙ্গম হয়। মঙ্গলময় ঈশ্বর ঈদৃশ সত্বভাবাপন্ন লোকহিতৈষী পরম সুপাত্রকে চিরনিরাময় ও চিরজীবি করুন। ইতি

স্বস্তি শ্রীতারাকুমার শর্ম্মা
(কবিরত্ন)।

কলিকাতা।
১৯১৩।

দ্বিতীয়বারের ভূমিকা।

যাঁহার পদতলে বসিয়া জ্ঞান লাভ করিয়াছি, যাঁহার উপদেশে ও উৎসাহে জীবন পথে সহায়তা লাভ করিয়াছি, তাঁহার লিখিত গ্রন্থের রচনা ও ভাব সমালোচনা করা যেমন ধৃষ্টতা, প্রশংসা করাও তেমনি একদর্শিতার পরিচয় দিতে পারে। যাহা হউক পূজনীয় গ্রন্থকারের কৃতিত্বগুণে আমি এই উভয় সঙ্কট হইতে রক্ষা পাইয়াছি। বহুসংখ্যক লব্ধপ্রতিষ্ঠ ইউরোপীয় ও দেশীয় বিদ্বজ্জনের প্রশংসাপত্র ইঁহার লেখাকে উপযুক্ত মর্য্যাদা দিয়া আমাকে অত্যুক্তির অপরাধ হইতে অব্যাহতি দিয়াছে। চারিবৎসরেরও বেশী কাল মাতৃভূমি ছাড়িয়া ইয়ুরোপ খণ্ডে বাস করিয়াছি। ইতিমধ্যে মাতৃভাষার সাহিত্য কতদিকে কতভাবে সম্পদশালী হইয়াছে, তাহা ইঁহার প্রবন্ধগুলি হইতে স্পষ্টরূপে উপলব্ধি করিলাম। যেমন বিষয়ের বিচিত্রতা, তেমনি ভাষার প্রাঞ্জলতা, যেমন ভারতবর্ষের চিরন্তন স্বত্ব ধর্ম্মভাব, তেমনি শিশু হৃদয়ের বিকাশের উপযোগী রূপক সম্পদ, ইঁহার পুস্তককে সৌন্দর্য্যে ও ঐশ্বর্য্যে ভূষিত করিয়াছে। দার্শনিক চিন্তার জটিলতা হইতে মুক্ত থাকিয়া, অথচ প্রচলিত ধর্ম্মের কুসংস্কার ও কুপ্রথা বর্জ্জন করিয়া অন্য কোন লেখক এরূপ সরলভাবে ছাত্রজীবনে ভগবদ্বিশ্বাস ও ভগবদ্ভক্তি ফুটাইবার চেষ্টা করিয়াছেন কিনা জানি না। এই পুস্তকপাঠে আমাদের কোমল মতি বালক বালিকারা চরিত্র গঠনে এবং স্বদেশ প্রেম, জাতীয় ভাব ও সর্ব্বোপরি আধ্যাত্মিকতার অনুশীলনে বিলক্ষণ সহায়তা লাভ করিবে, ইহাতে বিন্দুমাত্রও সন্দেহ নাই। আশাকরি শিক্ষাবিভাগ এই গ্রন্থখানিকে বঙ্গীয় বিদ্যালয় সমূহের পাঠ্যশ্রেণী ভুক্ত করিয়া ছেলেদের কল্যাণ বিধান করিবেন।

সিটিকলেজ,
কলিকাতা,
১৫ই ডিসেম্বর, ১৯১৪।

শ্রীসতীশচন্দ্র রায়।
গ্রাজুয়েট, (লণ্ডন ও কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়)

বিজ্ঞপ্তি।

পঁচিশ বৎসর পূর্ব্বে এই গ্রন্থের দ্বিতীয় প্রবন্ধ (স্বপ্ন-দর্শন) লিখিত হয়, এবং ৺ পিতৃদেব পাঠ করিয়া যান। তাহার পর ক্রমশঃ চতুর্দ্দশটি প্রবন্ধ লিখিত এবং সাময়িক পত্রে প্রকাশিত হইয়াছে। কেবল "৺ অধ্যাপক বিনয়েন্দ্রনাথ সেন" নূতন এবং বৈষ্ণব কবিদের অনুকরণে লিখিত। যিনি এই গ্রন্থের সূচনা দেখিয়া যান, সেই পূজ্যপাদ ৺ পিতৃদেবের পবিত্র স্মৃতি রক্ষাই এই গ্রন্থ-প্রকাশের প্রধান উদ্দেশ্য। সংস্কৃত ও ইংরাজী সাহিত্যের আদর্শে পাঠ্যাবস্থায় লিখিত হইলেও, গ্রন্থাকারে প্রকাশকালে, প্রবন্ধগুলির ভাব ও ভাষার বিশুদ্ধির প্রতি দৃষ্টি রাখিয়াছি। এ বিষয়ে শ্রদ্ধাস্পদ সহযোগী অধ্যাপক যোগেশচন্দ্র রায় মহাশয়ের নিকটে আমি বিশেষ ঋণী।

কটক,
২৮শে এপ্রিল,
১৯১৩। } শ্রীহেমচন্দ্র সরকার

দ্বিতীয়বারের বিজ্ঞপ্তি।

লব্ধপ্রতিষ্ঠ ইউরোপীয় ও দেশীয় বিদ্বজ্জনের উৎসাহে "বিবিধ প্রবন্ধের" দ্বিতীয় সংস্করণ প্রকাশিত হইল। কলেজিয়েট ও হাইস্কুলের সম্পূর্ণ পাঠোপযোগী করিবার নিমিত্ত, শিক্ষক মহাশয়দের পরামর্শে ৬টি নূতন কবিতা সন্নিবেশিত এবং ৫টি প্রবন্ধ পরিত্যক্ত হইল। এই সংস্করণ প্রকাশ কালে যাঁহারা পরামর্শাদি প্রদান করিয়াছেন, তাঁহাদের নিকট আমি কৃতজ্ঞ।

কৃষ্ণনগর,
২রা জানুয়ারী,
১৯১৫। } শ্রীহেমচন্দ্র সরকার।

সূচীপত্র।

বিবিধ প্রবন্ধ।

স্বপ্নদর্শন।

আমি একদিন কাশীর দশাশ্বমেধ ঘাটে উপবিষ্ট হইয়া একমনে বিশ্বেশ্বরের অপূর্ব্ব মহিমার বিষয় চিন্তা করিতে লাগিলাম। সান্ধ্য-সমীরণ সর্ব্বশরীর সুশীতল করিয়া দিল। শরীর অবসন্ন হওয়ায় শীঘ্র নিদ্রায় অভিভূত হইলাম।

স্বপ্নে বোধ হইল যেন কোন অপূর্ব্ব স্থানে আসিয়াছি। স্থানের এমনই মহিমা যে পার্থিব বস্তুমাত্রই তুচ্ছ বলিয়া মনে হইতে লাগিল। "মানবজীবন অসার ও স্বপ্নবৎ; মানুষ ছায়ামাত্র" ইত্যাদি ভাব স্বতঃই মনোমধ্যে উদিত হইল। অকস্মাৎ চিন্তাকুল চিত্তে সন্নিহিত শৈলের উপর দৃষ্টি নিক্ষেপ করিলাম। বোধ হইল যেন এক মহাপুরুষ গোপালকের বেশে বংশীহস্তে দণ্ডায়মান। তাঁহার প্রতি দৃষ্টি করিবামাত্রই তিনি সুমধুর বংশীস্বরে আমার হৃদয় অনির্ব্বচনীয় ভক্তিরসে অভিষিক্ত করিলেন। বোধ হইল যেন স্বর্গগামী মহাপুরুষদিগের মরণকালীন যন্ত্রণাদি মনোমধ্যহইতে দূরীভূত করিবার নিমিত্তই স্বর্গ হইতে দেবগণ বীণাবাদন করিতেছেন। হৃদয় আনন্দরসে আপ্লুত হইল। এইরূপ জনশ্রুতি যে পর্ব্বতটি এক স্বর্গীয় পুরুষের আবাসভূমি। তিনি সঙ্গীতসুধায় তত্রত্য পথিকমাত্রকেই মোহিত করিয়া থাকেন। তিনি হস্তসঙ্কেতে আমাকে নিকটে আহ্বান করিলেন। আমিও যথোচিত ভক্তিপ্রদর্শন পূর্ব্বক নিকটবর্ত্তী হইলাম। তাঁহার অমৃতকল্প বাক্যে বিমোহিত হইয়া চরণে

পতিত হইলাম এবং অশ্রুবর্ষণ করিতে লাগিলাম। সেই পুরুষোত্তমের মধুর হাস্য আমার হৃদয় হইতে ভয় দূর করিয়া দিল। তিনি আমাকে ভূমি হইতে উত্তোলন করিয়া কহিলেন "বৎস! তোমার চিত্তশুদ্ধি এবং একাগ্রতা দর্শনে পরিতুষ্ট হইয়াছি; এক্ষণে আমার সহিত অগ্রসর হও।" মুগ্ধচিত্ত হইয়া তাঁহার সঙ্গে সঙ্গে চলিলাম। ক্রমশঃ ভূধরের অত্যুচ্চ শৃঙ্গে অধিরূঢ় হইয়া মহাপুরুষ কহিলেন "বৎস! পূর্ব্বভাগে দৃষ্টি নিক্ষেপ কর।" আদেশমাত্রেই, দেখিলাম এক সুবিশাল উপত্যকা বিরাজিত; এবং তন্মধ্য দিয়া প্রকাণ্ড ঊর্ম্মিমালা ক্রীড়া করিতে করিতে গমন করিতেছে। আশ্চর্য্যান্বিত হইয়া জিজ্ঞাসা করিলে তিনি বলিলেন "এই উপত্যকার নাম দুঃখোপত্যকা এবং জললহরী অনন্তকালের ক্ষুদ্রতম অংশ। এই জলস্রোত কুজ্ঝটিকার একাংশ হইতে উৎপন্ন হইয়া অন্য নিবিড়তম অংশে বিলীন হইতেছে।" আমি জিজ্ঞাসা করিলাম ইহার কারণ কি? মহাপুরুষ বলিলেন "তোমার প্রত্যক্ষীভূত অংশ মহাকালের একাংশ মাত্র। ইহা সময় নামে অভিহিত। সূর্য্যদ্বারা পরিমিত হইয়া এই অংশ ব্রহ্মাণ্ডের আদি হইতে অন্ত পর্য্যন্ত ব্যাপ্ত। এইক্ষণ মনোযোগসহকারে এই জলধি অবলোকন কর।" দেখিলাম ইহার ঠিক মধ্যভাগে এক সেতু বিরাজিত। তিনি বলিলেন "এই সেতুর নাম মানব-জীবন। যত্ন সহকারে উহা পর্য্যবেক্ষণ কর।" এই সেতুটীতে সপ্ততি-সংখ্যক অভগ্ন তোরণ ও কতিপয় ভগ্ন তোরণ রহিয়াছে। ইহাদের সমুদয় সংখ্যা একশত। আমি গণনা করিতেছি এমন সময়ে মহাপুরুষ কহিলেন "ইহাতে এক সহস্র সুদৃশ্য তোরণ ছিল, কিন্তু এক মহা-জলপ্লাবনে অধিকাংশ নষ্ট হইয়াছে। কেবল এই কয়েকটী ভগ্ন অবস্থায় আছে।" আশ্চর্য্যান্বিত হইয়া চতুর্দ্দিকে অবলোকন করিয়া দেখিতে পাইলাম, সেতুর উপর দিয়া অসংখ্য প্রাণী গমনাগমন করিতেছে। উভয় প্রান্তোপরি একখানি কৃষ্ণবর্ণ মেঘ বিরাজিত রহিয়াছে। বহুসংখ্যক যাত্রী পদার্পণ মাত্রেই নিম্নস্থ জলস্রোতে পতিত হইতেছে। কারণ সেতুমধ্যে

অসংখ্য ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অদৃশ্য দ্বার এরূপভাবে সংস্থাপিত আছে যে যাত্রীরা মেঘ হইতে নির্গত হইয়া সেতুর উপরে পদক্ষেপমাত্র নিম্নস্থ জলধিগর্ভে পড়িয়া প্রাণ হারাইতেছে। আর কতকগুলি যাত্রী সেই ভগ্ন তোরণের উপর দিয়া ধীরপদবিক্ষেপে গমন করিতেছিল; অনেক দূর গিয়া শেষে ক্লান্ত হইয়া একে একে জলস্রোতে বিলীন হইয়া গেল। কেহ কেহ গীতবাদ্যধ্বনি ও আনন্দকোলাহলে চতুর্দ্দিক পরিপূরিত করিয়া গমন করিতেছিল, হঠাৎ সকলকে কাঁদাইয়া জলস্রোতে জীবন হারাইল।* কতিপয় মানব চিন্তার তরঙ্গ তুলিয়া কখন নিমীলিত নয়নে, কখন ঊর্দ্ধনেত্রে, কখন বক্ষঃস্থলে হস্তার্পণ করিয়া, কখন বা মানস মধ্যে অভিনব সৃষ্টি স্থাপন করতঃ, আপন মনে গমন করিতেছিল। কিন্তু হায়! নিম্নস্থ তরঙ্গের আকর্ষণে তাহারা একেবারে পাতালে প্রবেশ করিল। এইরূপ বিশৃঙ্খলার সময় দেখিলাম, অনেকে খড়্গাহস্তে সেতুর ইতস্ততঃ ধাবিত হইয়া অসংখ্য পথিককে সেতু-স্থিত গুপ্তদ্বারে বলপূর্ব্বক লইয়া যাইতেছে এবং অবিলম্বে শমনসদনে প্রেরণ করিতেছে।" আমাকে বিষণ্ণ দেখিয়া স্বর্গীয় পুরুষ কহিলেন, "বৎস! সেতুর বিপরীত ভাগে দৃষ্টি সঞ্চালন কর।" আমি তখন দেখিলাম—"গৃধ্র, শ্যেন, বায়স, শকুনি, প্রভৃতি নরমাংসভুক্ পক্ষী এবং অপর কতকগুলি পক্ষভূষিত প্রাণী সেতুর ইতস্ততঃ উড়িয়া বেড়াইতেছে এবং সময় সময় তদুপরি উপবেশন করিতেছে।" মহাপুরুষ বলিলেন—"এই

---

* ৭০টি অভগ্ন তোরণ ও অবশিষ্ট ভগ্ন তোরণ লইয়া মানবের সমষ্টি পরমায়ু একশত। "শতায়ুর্বৈ পুরুষঃ" : এরূপও কিম্বদন্তী যে মানুষ এক সময়ে ১০০০ বৎসর জীবিত থাকিত। সেতুর উভয় প্রান্তের উপর কৃষ্ণবর্ণ মেঘ, মানব জীবনের আদি ও অন্তব্যাপী অনন্ত কালের অজ্ঞেয়তাসূচক। অদৃশ্য দ্বারগুলি মানব জীবনের সাংঘাতিক ঘটনা। "সেতুর উপরে পদক্ষেপণমাত্র প্রাণ হারাইতেছে" অর্থাৎ শৈশবে মৃত্যু হইতেছে। "অবশেষে ক্লান্ত হইয়া বিলীন হইল" অর্থাৎ বার্দ্ধক্যে মৃত্যুমুখে পতিত হইল। "খড়্গা হস্তে গুপ্তদ্বারে লইয়া যাইতেছে" অর্থাৎ যুদ্ধে নিযুক্ত করিতেছে।

সমুদয় পক্ষধারী প্রাণিগণ, হিংসা, কাম, ক্রোধ, লোভ, মোহ, মাৎসর্য্য, প্রভৃতি মানবের অনিষ্টকারী রিপুসমূহ।" তাঁহার বাক্যাবসান হইলে দীর্ঘনিশ্বাস পরিত্যাগ পূর্ব্বক বলিলাম;—"মানবের জীবনে ধিক! সে কেবল রোগ, শোক, ক্লেশ প্রভৃতিতে জর্জ্জরিত হইয়া অবশেষে মৃত্যুমুখে পতিত হয়। জীবন ক্ষণস্থায়ী, তাহাও আবার দুঃখময়—এমন জীবনে ফল কি?" এইরূপ বিলাপ শ্রবণে স্বর্গীয় পুরুষ দয়ার্দ্রচিত্তে আমাকে এই বিষাদময় দৃশ্য পরিহার করিতে বলিলেন। কহিলেন,—"মানবের এ কেবল শৈশব দশামাত্র। এ বিষয় আর চিন্তা করিও না। এই জলস্রোতে সে বংশপরম্পরাক্রমে নিপতিত হইতেছে। এই দৃশ্য পরিত্যাগ করিয়া কুজ্ঝটিকা অবলোকন কর।" * আদেশানুযায়ী কার্য্য করিলাম। কি আশ্চর্য্য!

---

* একজন মাননীয় মহিলার এই প্রবন্ধ সম্বন্ধে গভীর ভাবপূর্ণ মন্তব্য উদ্ধৃত হইল:— "মানব জীবন সেতুর দৃশ্য দেখিয়া মানব জীবনের দুঃখ দুর্দ্দশা ও অধঃপতন দর্শনে বিচলিত হৃদয় দর্শককে অন্যত্র দৃষ্টিপাত করিতে না বলিয়া, যদি মহাপুরুষ সেই জীবন সেতুই আবার প্রেমের স্বর্গীয় আলোক রশ্মিতে প্রতিফলিত করিয়া তাহাতেই অভিনব দৃশ্য দেখাইতেন, তাহা হইলে যেন আরও সুন্দর হইত। যদি তিনি দেখাইতেন সেই জীবন সেতুতেই কোন স্রোতস্বিনীতে পতনোন্মুখকে রক্ষা করিতে গিয়া অপর কেহ নিজ জীবন বিপন্ন করিতেছে, অথচ করাল মৃত্যুর সন্মুখেও তাহার বদনে প্রেমের স্নিগ্ধ আলোক পতিত হওয়াতে তাহা মৃত্যু ভয়ে বিবর্ণ না হইয়া বরং শান্তিময় ও প্রসন্ন দেখাইতেছে, ভীষণ তরঙ্গে পতিত হইয়াও কেহ কেহ নিজ জীবনের প্রতি দৃকপাত না করিয়া অন্যকে রক্ষা করিবার জন্য তাহাকে হৃদয়ে ধারণ করিতেছেন এবং সেই মুহূর্ত্তেই সেই তরঙ্গশিরে প্রেমরশ্মি পতিত হওয়াতে ক্রুদ্ধ তরঙ্গমালা নতশির সর্পের ন্যায় মস্তক নত করিয়া শান্ত ভাব ধারণ করিতেছে; এবং ক্রোধ, হিংসা প্রভৃতি পক্ষধারী প্রাণিগণও এই অপূর্ব্ব আলোকের আনন্দ ধারা পান করিয়া কি এক মাদকতায় মত্ত হইয়া উঠিয়াছে,—সেই ভীষণ মানব জীবন সেতুই কেবল এক প্রেমের আনন্দ কিরণে মনোহর দর্শনীয় পদার্থে পরিণত হইয়াছে—এইরূপ ভাবে লিখিত হইলে বর্ণনীয় বিষয়টী বোধ হয় আরও সুস্পষ্ট হইতে পারে।" য়্যাডি-

দেখিলাম মুহূর্ত্তের মধ্যে অপূর্ব্ব শক্তিবলে এক অভিনব উপত্যকার আবির্ভাব হইয়াছে। এই উপত্যকাটি এক মহা-সমুদ্রদ্বারা পরিবেষ্টিত। এক প্রকাণ্ড হীরকময় পর্ব্বত মধ্যভাগে অবস্থান করিয়া সমুদ্রকে ঠিক দুই ভাগে বিভক্ত করিতেছে। এক ভাগের উপর নিবিড় মেঘরাজি পরিব্যাপ্ত থাকায় কিছুই দৃষ্টিগোচর হইতেছে না।† অপরাংশে ফলপুষ্প-বিশোভিত শত সহস্র সমুদ্রে বেষ্টিত অসংখ্য দ্বীপমালা শোভা পাইতেছে। এইস্থানে সুন্দর পরিচ্ছদে শোভিত গন্ধমাল্যাদিবিভূষিত মানবগণ, কখন তরুরাজির অভ্যন্তরে গমন, কখন বা নির্ঝরতীরে উপবেশন, কখন বা পুষ্প শয্যায় শয়ন করিতেছেন। পক্ষিগণের কাকলী ও গীত বাদ্য নিনাদ একত্র মিলিত হইয়া এক সুমধুর স্বর উৎপন্ন করিতেছে। এতাদৃশ বিমুগ্ধকর দৃশ্য দেখিয়া আমার মন আনন্দরসে পরিপ্লুত হইল। গরুড়ের ন্যায় পক্ষবিশিষ্ট হইয়া তথায় উড়িয়া যাইতে বাসনা জন্মিল। পুরুষোত্তম কহিলেন—"মৃত্যু ভিন্ন তথায় গমন করিবার কোন পথ নাই। দেখিলে ত, এইরূপ কত পথ সেতুর উপর প্রতি মুহূর্ত্তে উদ্ভাসিত হইল। এই দ্বীপাবলীর পশ্চাৎভাগে আরও অসংখ্য দ্বীপমালা বিরাজিত। এখানে পরলোকগত ধার্ম্মিক মানবগণ বাস করিয়া থাকেন। ইঁহাদের মধ্যে পার্থিব জীবনে যিনি যে প্রকার ধর্ম্ম সঞ্চয় করিয়াছেন, তিনি সেই প্রকার ঈশ্বরানুগ্রহ লাভ করিয়া থাকেন। তাঁহারা প্রত্যেকে এক এক দ্বীপের অধিপতি। তথায় ব্যক্তির অনুযায়ী সুখসম্পদ্ বর্ত্তমান। দুঃখের কিম্বা ক্লেশের লেশমাত্রও নাই। সকলেই ঈশ্বর উপাসনায় দিন যাপন করেন। কাহার না এই প্রকার দ্বীপবাস বাঞ্ছনীয়? কে ইহার জন্য চেষ্টা করিতে পরাঙ্মুখ? যে জীবন

সনের ভাবে লিখিত এই প্রবন্ধ ছাপানের পূর্ব্বে মন্তব্যটি পাইলে অনুরোধ রক্ষা করিয়া সুখী হইতাম।

† মহাসাগর অনন্তকাল; ঘনমালাবৃতাংশ পৃথিবী; অপরাংশ স্বর্গরাজ্য; হীরকপর্ব্বতটী এতদুভয়মধ্যস্থিত ক্লেশরাশি।

এরূপ সুখময় তাহাই আমরা ক্লেশকর মনে করি ? যে মৃত্যু আমাদিগকে ঈদৃশ ধর্ম্মজীবন প্রদান করে তাহা কি কখন ভয়াবহ ? যে মানবের জন্য এতাদৃশ অনন্ত সুখের পথ উন্মুক্ত তাহার জীবন কি বৃথা ? মানব জীবন অসার, স্বপ্নবৎ, এরূপ ভাব ভ্রমেও মনে স্থান দিও না। বৎস! ধর্ম্মপথে থাক, পাপ প্রলোভন পরিত্যাগ কর, জীব মাত্রেরই হিত সাধনে জীবন উৎসর্গ কর। পরমেশ্বর কৃপা করিয়া স্বর্গের পথ দেখাইয়া দিবেন।" তাঁহার বাক্যাবসানে আমার নিদ্রা ভঙ্গ হইল। জাগরিত হইয়া দেখি মহাপুরুষ তথায় নাই। আমি সেই দশাশ্বমেধ ঘাটে পড়িয়া আছি। প্রভাত হইয়াছে। পাখীগণ প্রকৃতির পুনর্জ্জন্মসূচক প্রভাতী গাইতেছে। আমিও তাহাদের সহিত যোগ দিয়া করুণাময়ের করুণা গান করিতে করিতে গৃহে প্রত্যাগমন করিলাম।
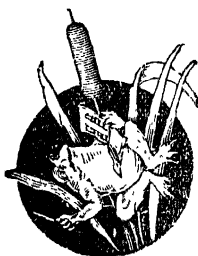
সকলি তোমার।

অপূর্ব্ব জগৎ মাঝে যা কিছু নেহারি,
ঈশ্বর! আলোক তুমি, জীবন তাহারি।
দিবসের উজ্জ্বলতা, রজনীর হাসি,
সকলি তোমার, প্রভো! তেজোবিম্বরাশি।
যে দিকে নেহারি, হেরি মহিমা তোমার,
সকলি তোমার নাথ! উজল, উদার।

অস্তপ্রায় রবি যবে ত্যজি' রশ্মিরাশি,
প্রদোষ-পয়োদ পথে রহেন বিকাশি।
মনেহয় তবে যেন করি নিরীক্ষণ
সুবর্ণ-তোরণ পথে ত্রিদিব ভুবন।
রবি অস্তকালে চারু বরণ-বিস্তার,
মনোহর, শোভাকর, সকলি তোমার।

যবে নিশা তারাঙ্কিত তম-পক্ষজাল
বিস্তারিয়া, ঘেরে এই ভুবন বিশাল।
যেন কৃষ্ণপক্ষী চারু পালকে যাহার,
অগণন চক্ষুরাশি জ্বলে অনিবার।
সেই যে পবিত্র তমঃ, দিব্য তেজোময়,
সকলি তোমার প্রভো! মঙ্গল আলয়।

নবীন বসন্ত যবে চৌদিকে প্রকাশ,
তবশক্তি করে তার মহিমা বিকাশ।
নিদাঘ-বিকাশি দিব্য কুসুম-নিচয়,
তোমারি মহিমা-বলে হয় শোভাময়।
যে দিকে নেহারি, হেরি মহিমা তোমার,
সকলি তোমার নাথ! উজল, উদার।

চরিত্র।

চরিত্র মানব-প্রকৃতির শ্রেষ্ঠতম অংশ। প্রধান প্রধান গুণ লইয়া মানব চরিত্র গঠিত। চরিত্রগুণেই মানব পশু অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ। চরিত্র মানবকে সমুন্নত করে এবং উত্তর উত্তর মনুষ্যত্ব বৃদ্ধি ও সমাজ গঠন করিয়া থাকে। চরিত্রই সংসারের প্রধান পরিচালক শক্তি। চরিত্র মানব জীবনের অলঙ্কার স্বরূপ। জীবনের উৎকর্ষ সাধনই চরিত্রের লক্ষ্য। মানবের সমুদয় মহৎ গুণ, চরিত্রে প্রতিফলিত।

শ্রমশীল, সাধু, সত্যবাদী ও উন্নতমনা সর্ব্বপ্রকার মহৎলোক সাধারণের ভক্তির পাত্র। তাঁহাদিগকে সকলে বিশ্বাস করে, এমন কি, দেবতা ভাবিয়া অনুকরণ করিতে ব্যগ্র হয়। পৃথিবীর সমুদয় সদ্‌বিষয় তাঁহারা যত্নের সহিত আয়ত্ত করিয়া থাকেন। তাঁহারা না থাকিলে পৃথিবী মরুভূমি হইয়া পড়িত।

প্রতিভার ফল প্রশংসা, চরিত্রের ফল সমাদর। প্রতিভা মস্তিষ্কের শক্তি; চরিত্র হৃদয়ের শক্তি এবং হৃদয় জীবনের প্রধান নিয়ন্তা। প্রতিভাশালী ব্যক্তি দ্বারা সমাজে যেমন বুদ্ধিবৃত্তির পরিচালনা হয়, তেমনি চরিত্র-সম্পন্ন ব্যক্তি দ্বারা বিবেকের উৎকর্ষ-সাধন হইয়া থাকে। সমাজ প্রথমের প্রশংসা ও দ্বিতীয়ের অনুকরণ করিয়া থাকেন।

মহৎলোক পৃথিবীতে বিরল এবং প্রকৃত মহত্ত্ব অপেক্ষাকৃত দুর্লভ। প্রত্যুত অধিকাংশ লোকের কার্য্যক্ষেত্র এত সঙ্কীর্ণ, যে অতি অল্প লোকেই মহত্ত্বলাভের সুযোগ পাইয়া থাকেন। কিন্তু মানব-মাত্রেই যথাসাধ্য স্ব স্ব কার্য্য, সাধুতার সহিত সম্পাদন করিতে পারে। ঈশ্বরদত্ত ক্ষমতার অসদ্ব্যবহার না করিয়া, সাধ্যমত সদ্ব্যবহার করা তাহার সম্পূর্ণ আয়ত্ত। সে জীবনের যথোচিত সদ্ব্যবহার করিতে

পারে এবং সত্যভাষী, ন্যায়পরায়ণ, সাধু ও বিশ্বাসী হইতে পারে। এক কথায়, পরমেশ্বর তাহাকে যে অবস্থায় রাখিয়াছেন, সেই অবস্থায় থাকিয়াই সে স্বীয় কর্ত্তব্য সাধন করিতে পারে।

কর্ত্তব্য সাধন করিলেই ঈশ্বরাজ্ঞা পালন করা হয়। কর্ত্তব্য-পরায়ণতা মহৎ লোকের চিহ্ন। মহৎ ব্যক্তি দৃঢ়মনা ও তেজস্বী। সাধুতা, সত্যবাদিতা ও কর্ত্তব্য-নিষ্ঠা তাঁহার অলঙ্কার। কর্ত্তব্যপরায়ণতা নানা প্রকারের। তন্মধ্যে পিতা মাতা প্রভৃতি গুরুজন; ভার্য্যা, কনিষ্ঠ সোদর, পুত্র, দুহিতা প্রভৃতি স্নেহভাজন; সমাজ, স্বদেশ ও পরমপিতা পরমেশ্বরের প্রতি কর্ত্তব্য সাধনই শ্রেষ্ঠ। এই সমুদয়ই মহত্ত্বের অঙ্গ। মহত্ত্বের সহিত বিদ্যা বা অর্থের বিশেষ সম্বন্ধ নাই।

চরিত্রের উৎকর্ষ সম্পাদনের নিমিত্ত বিদ্যাশিক্ষা। কিন্তু বিদ্বান-মাত্রকেই নির্ম্মল-চরিত্র হইতে দেখা যায় না। সুতরাং বলিতে হইবে যে বিদ্যার সহিত চরিত্রের কোন নিকটসম্বন্ধ নাই। "অতিপ্রগাঢ় অধ্যয়ন সজ্জীবনের এক কণিকার সমতুল্য নহে"। তথাপি বিদ্যালাভে পরাঙ্মুখ হওয়া কর্ত্তব্য নহে। বিদ্যার সহিত সচ্চরিত্রতার সম্মিলন হওয়া কর্ত্তব্য। কখন কখন অসাধারণ মানসিক ক্ষমতার সহিত অতি জঘন্য চরিত্রের সংযোগ হয়। এমন কি বিদ্বান্ ব্যক্তি উপরিতন ব্যক্তিদিগকে তোষামোদ ও অধীন লোকদিগকে ঘৃণা করিয়া থাকেন। কাহারও শিল্প, বিজ্ঞান, দর্শন, এবং সাহিত্য-শাস্ত্রে যথেষ্ট অধিকার থাকিতে পারে; কিন্তু সাধুতা, সত্যবাদিতা ধর্ম্মভাব ও কর্ত্তব্যপরায়ণতায় তাহাকে হেয় হইতে দেখা যায়। উন্নতমন, উচ্চভাব, সৎব্যবহার, তেজস্বিতা, সত্যভাষণ ও সাধুতা প্রভৃতি গুণ চরিত্রবান্ ব্যক্তিতে পরিলক্ষিত হয়।

একজন পাশ্চাত্য প্রধান উপন্যাস-লেখক বলিয়াছেন;—"চরিত্রের আদর বিনা, পৃথিবী কি জঘন্য স্থান হইয়া পড়িত! বিপদে পড়িয়া,

কি বন্ধুগণের সমভিব্যাহারে, অশিক্ষিত লোকেরা যেরূপ মহৎ বাক্যাবলী উচ্চারণ করিয়াছে, পুস্তকপাঠ করিয়া এবং শিক্ষিত ও প্রতিভাসম্পন্ন ব্যক্তিগণের নিকট থাকিয়াও আমি সেইরূপ মহৎ বাক্য শ্রবণ করি নাই।”

চরিত্রের সহিত ধনের আরও দূরতর সম্পর্ক। ধনমদে মত্ত লোকের চরিত্র প্রায়ই দূষিত হইয়া থাকে। অর্থ, ভোগাসক্তি, ও পাপ পরস্পর ঘনিষ্ঠ ভাবাপন্ন। উদ্দেশ্য-বিহীন, আত্মশাসন-বিমুখ ও ইন্দ্রিয়পরায়ণ ব্যক্তি ধন-গর্ব্বে গর্ব্বিত হইয়া, প্রলোভন ও পাপের আশু-মুগ্ধকরী বাগুরায় আবদ্ধ হইয়া পড়ে এবং উহার এত দূর আয়ত্ব হয় যে তাহার উদ্ধারের আর কোন উপায় থাকে না। অর্থ এরূপ ব্যক্তির হস্তে ন্যস্ত হইয়া নানা অনর্থের কারণ হইয়া উঠে।

পক্ষান্তরে, মহৎ চরিত্র লাভ করিতে হইলে অপেক্ষাকৃত দারিদ্র্য ফলপ্রদ। ধনহীন অথচ মিতাচারী এবং পরিশ্রমী সজ্জন, সকলের সমাদরের পাত্র ও মনুষ্যত্বের প্রকৃত আদর্শ। পরিশ্রম, মিতাচার ও সৎচরিত্রের উপর নির্ভর করিয়া, সকলেই মনুষ্যত্বের উচ্চতম সোপানে অধিরোহণ করিতে সমর্থ হন। একজন কবি তাঁহার পিতার নিকট হইতে এই উপদেশ পাইয়াছিলেন যে, “যদি তোমার এক কপর্দ্দকও সম্বল না থাকে, তথাপি মনুষ্যত্ব রক্ষা করিতে বিমুখ হইও না। যেহেতু, সৎ ও মনুষ্যোচিত হৃদয় ব্যতীত কেহই সম্মানিত হয় না”। শঙ্করাচার্য্য, লুথার প্রভৃতি প্রাতঃস্মরণীয় মহাত্মারা দরিদ্র হইলেও স্বীয় ধর্ম্মবলে কীর্ত্তির শিখর দেশে আরোহণ করিয়াছিলেন।

চরিত্র এক অমূল্য অতুলনীয় সম্পত্তি। এই সম্পত্তিতে মানব-মাত্রেরই সমান অধিকার। বিশুদ্ধ হৃদয় ও বিশ্বজনীন প্রেমই চরিত্রে ভিত্তিভূমি। চরিত্রবান্ ব্যক্তি পার্থিব ধনে ধনী না হইতে পারেন,

কিন্তু তিনি এমন এক বস্তুর অধিকারী, যাহার অবশ্যম্ভাবী পুরস্কার, সার্ব্বজনীন শ্রদ্ধা ও ভক্তি।*

সাধু উদ্দেশ্যের সর্ব্বদাই জয় হইয়া থাকে। উচ্চলক্ষ্য, অবিচলিত সাধুতা এবং ন্যায়পরায়ণতা ভিন্ন সাধু উদ্দেশ্যের সফলতা হয় না। লক্ষ্য-বিহীন লোক, কর্ণ-হীন পোতের ন্যায় বায়ু ও তরঙ্গের বশীভূত হইয়া, যে দিকে চালিত হয়, সেই দিকেই গমন করিয়া থাকে। উচ্চলক্ষ্য বিশুদ্ধ হৃদয়বান্ লোক পাপের কুহকে মুগ্ধ হন না।

কার্য্যক্ষেত্রে প্রতিভা অপেক্ষা চরিত্রেরই সমধিক প্রয়োজন হইয়া থাকে। সচ্চরিত্র, আত্মশাসন ও আত্মপর্য্যবেক্ষণের যথোচিত রূপে পরিচালনার ফল। সদ্‌বুদ্ধি ও বিশুদ্ধ হৃদয়ের সংযোগে চরিত্রের জন্ম। আত্মপর্য্যবেক্ষণ, আত্মশৃঙ্খলা, আত্মশাসন, আত্ম-নির্ভরতা চরিত্রের উন্নতি সাধনের নিমিত্ত বিশেষ আবশ্যক হইয়া থাকে। আত্মশাসন বলে পাপ-চিন্তা মন হইতে দূর করা যায়। আত্মপর্য্যবেক্ষণ ও আত্মশৃঙ্খলা থাকিলে, পাপরূপ পিশাচ কোন ক্রমেই মনোমন্দিরে প্রবেশ করিতে পারে না। আত্মনির্ভরতা মহত্ত্বের প্রধান অঙ্গ।

চরিত্রের আদর সকল স্থানে ও সর্ব্বকালে হইয়া থাকে। মহারাণী ভিক্টোরিয়ার স্বামী প্রিন্স আলবার্ট, ওয়েলিংটন কলেজের পারিতোষিক বিতরণ কালে, যে বালক সর্ব্বাপেক্ষা সচ্চরিত্র, তাহাকেই পারিতোষিক

---

* "সাধুতার ফল সুযশ। চরিত্রবান সর্ব্ব সাধারণেরই ভক্তির পাত্র। চরিত্র সম্পদে সম্পত্তিশালী বহুধনের অধীশ্বর হইতেও লোকমান্য ইহাতে সন্দেহ নাই। কিন্তু তথাপিও সর্ব্বত্রই এইরূপ ঘটিবে নিশ্চয় করিয়া ইহা বলা যায় না। হয়ত অনেকস্থলে এমনও দেখা যায় যে পরম সাধুও ভণ্ড বলিয়া লোকসাধারণের ঘৃণার পাত্র হইয়া থাকেন। স্মাইলস্‌এর ভাবে অনুপ্রাণিত এই প্রবন্ধ সম্বন্ধে পূর্ব্বোল্লিখিতা মহিলার এই উক্তি প্রণিধান যোগ্য।

বিতরণ করিতেন। আমাদের বিদ্যালয় সমূহে ঐরূপ নৈতিক চরিত্রের উন্নতি সাধন নিমিত্ত উৎসাহ প্রদান সর্ব্বতোভাবে কর্ত্তব্য।

ধর্ম্ম, জ্ঞান ও নীতির সহিত চরিত্রের ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ। কর্ত্তব্য ও বিবেকের প্রতি ভক্তি, সাংসারিক সম্মান অপেক্ষা সমধিক আদরের সামগ্রী। এই ভক্তি হইতেই মনুষ্যত্বের জন্ম। প্রকৃত মনুষ্যত্ব সকলেরই বাঞ্ছনীয়। সৎজীবন,—বাল্যশিক্ষা, সৎসংসর্গ, সদ্‌দৃষ্টান্ত ও সৎপুস্তক পাঠের বিমল পুরস্কার।

সাধু ব্যক্তিমাত্রেই বিবেকের আদর করিয়া থাকেন। তাঁহারা বাক্যে ও কার্য্যে বিবেকের উপদেশ অনুসরণ করেন। কারণ তাঁহারা জানেন যে বিবেক-বাণী "মানব হৃদয়স্থিত ঈশ্বরাদেশ"।

ভক্তি চরিত্রবান্ ব্যক্তির প্রাণ। যাহা কিছু সৎ তাহাই তিনি ভক্তি করিয়া থাকেন।

চরিত্রবান্ ব্যক্তি সমাজের পক্ষে সূর্য্য-স্বরূপ। তাঁহার হৃদয়, স্নেহ, ভক্তি, জ্ঞান প্রভৃতি সমুদয় সদ্‌বৃত্তির আধার। সূর্য্য যেরূপ বৃষ্টি দান করিয়া পরোক্ষভাবে সংসার পালন করেন, তেমনি সাধুব্যক্তি স্বীয় সৎকার্য্য বারি দানে সমাজের জীবন রক্ষা করিয়া থাকেন। সূর্য্য যেরূপ জগতের প্রাণ, তিনি তেমনি সমাজের প্রাণ। কর্ত্তব্য সাধন তাঁহার জীবনের লক্ষ্যস্থল। তাঁহার হৃদয়ে বাক্যে ও কার্য্যে সর্ব্বদাই সাধুভাব লক্ষিত হইয়া থাকে। প্রত্যক্ষে কি পরোক্ষে সর্ব্বদাই তিনি ন্যায়পরায়ণ। তিনি শত্রুকেও ক্ষমা করিয়া থাকেন। যুধিষ্ঠির, রামচন্দ্র, বশিষ্ঠ প্রভৃতি সকলেই সাধু ও ক্ষমাশীল ছিলেন।

প্রকৃত চরিত্র অটল। প্রকৃত চরিত্রবান্ ব্যক্তিও অটল। তাঁহার বাক্য এবং কার্য্যও অটল। তিনি জলপ্রপাতের ন্যায় এক পথ অনুসরণ করিয়া চলেন। ঐ পথের নাম ধর্ম্মপথ। ধর্ম্মপথ নানা বিপদে পরিপূর্ণ। পথিককে প্রতিক্ষণেই নানা বিভীষিকায় ভীত করিয়া থাকে। নানারূপ

প্রলোভন আপাত মধুর দৃষ্টিতে বিমুগ্ধ করিতে চায়। ক্রোধাদি ষড়্‌রিপু সর্ব্বদাই পথিককে বিপথগামী করিতে চেষ্টা করে। কিন্তু যিনি ভয় ও প্রলোভন পদ-দলিত করিয়া গন্তব্য পথ একমনে অনুসরণ করিতে থাকেন, ভয়হারী ভগবান্ তাঁহাকে ধর্ম্মজীবন প্রদান করেন। এই ধর্ম্মজীবন সকলের সাধনার সামগ্রী। যিনি ইহা লাভ করিয়াছেন, তিনিই সাধু।

যাহা কিছু সৎ, সকলেই তাহা অনুকরণ করিতে ব্যগ্র। সাধুতার এক আশ্চর্য্য মাধুরী। উহা চুম্বকের ন্যায় সকলকে আকর্ষণ করে ও স্পর্শ মণির ন্যায় সকল স্বর্ণে পরিণত করিয়া থাকে। ধর্ম্মবলের অচিন্ত্য প্রভাব। অতিপাপিষ্ঠও উহার নিকটে পরাজিত হয়। ধর্ম্ম-বলে বলীয়ান্ কাহাকেও ভয় করেন না; পরন্তু সকলেই তাঁহাকে ভক্তি করিয়া থাকে। রামচন্দ্র, যুধিষ্ঠির, ভীষ্মদেব, ধর্ম্মভীরুতার প্রধান দৃষ্টান্ত স্থল।

সৎলোকের জীবনী অবিনশ্বর কীর্ত্তিস্তম্ভ-স্বরূপ। তাঁহারা সংসারে যে অগ্নি জ্বালিয়া যান, তাহা কখনও নির্ব্বাপিত হয় না। বাক্যে ও কার্য্যে সচ্চরিত্রতা, মানব জীবনের সঞ্জীবনী লতা। সাধু ব্যক্তি ঐ লতার মূলে সলিল সেচন করিয়া উহাকে বর্দ্ধিত করিয়া থাকেন। মহাত্মারাই ইতিহাসের মূলাধার। তাঁহারা ভিন্ন প্রকৃত মানবসমাজ সম্ভবে না। তাঁহাদের চরিত্র প্রভাব যুগ-যুগান্তর ব্যাপী।

বাক্যে ও কার্য্যে সাধুতাই চরিত্র পাদপের মূলদেশ এবং সত্যের প্রতি অবিচলিত ভক্তিই ইহার প্রধান কাণ্ড। এই পাদপের আশ্রয়ে বিবেক, প্রেম, ধর্ম্ম, স্নেহ, সত্য, তপ, শৌচ, জ্ঞান, শম, দম প্রভৃতি বৃক্ষরাজি এবং দয়া, ক্ষমা, ধৃতি, ভক্তি, সুমতি, প্রীতি প্রভৃতি লতাবলী জাত, বর্দ্ধিত, পুষ্পিত ও ফলপ্রদ হইয়া থাকে।

প্রকৃত মানব মাত্রেরই বাক্য ও কার্য্য এক হইবে। যাহাদের বাক্যের সহিত কার্য্যের ঐক্য নাই, তাহাদিগকে কেহই বিশ্বাস করে না। তাহাদের সত্য বাক্য অসত্য বলিয়া প্রতীয়মান হয়। চরিত্রবান্ ব্যক্তি

প্রকাশ্যে কি অপ্রকাশ্যে, সর্ব্বদাই ন্যায়ানুসারে কার্য্য করিয়া থাকেন: পথের ধারে বৃক্ষে লম্বমান পক্ক আম্র এক বালক লইল না দেখিয়া, এক ভদ্রলোক জিজ্ঞাসা করিলেন, "তুমি লইলে না কেন? সেখানে কেহ ত তোমাকে দেখিতে পাইত না?" বালক বলিল, "কেন, আমি ত আমার নিজকে দেখিতে ছিলাম; নিজের সমক্ষে কিরূপে অন্যায় কাজ করিব"। নিশ্চয়ই ঐ বালক চরিত্রবান্। উহার ঐরূপ ধর্ম্মভীরুতা সকলের অনুকরণীয়। যাঁহারা বিবেকের এইরূপ আহ্বানে কর্ণপাত না করেন তাঁহারা অচিরেই পতনের চরম সীমায় উপনীত হন।

চরিত্র স্বভাবদত্ত হইলেও অনেকাংশে অভ্যাসের উপর নির্ভর করে। কারণ মানব অভ্যাসের দাস এবং অভ্যাস দ্বিতীয় প্রকৃতি স্বরূপ। ধর্ম্ম প্রবৃত্তিও অনেকাংশে অভ্যাসের মুখাপেক্ষী। যেরূপ বাহ্য কার্য্য দ্বারা শারীরিক অঙ্গ বিকাশ হয়, সেইরূপ হৃদয়স্থিত প্রবৃত্তি সমুদয়ের সুপরি-চালনাদ্বারা, মানসিক সংযমের সূত্রপাত হইয়া থাকে। ইন্দ্রিয় সংযম এই অভ্যাসের ফল। করুণাময় পরমেশ্বর আমাদের পশুভাব সমূহকে আত্ম-শাসনে রাখিবার জন্য, বিবেক, ও ধর্ম্ম প্রবৃত্তি প্রদান করিয়াছেন। মহাকবি সেক্সপিয়র, তাঁহার "ওথেলো" নামক নাটকে ইয়াগোর মুখ দিয়া বলাইয়াছেন যে যৌবন সময়ে জীবন তুলাদণ্ডের এক দিকে গুরুভার বিশিষ্ট কাম প্রবৃত্তি স্থাপিত আছে, অপর দিকে জ্ঞান দ্বারা উহার সামঞ্জস্য রক্ষা করিতে হয়। এক একবার জ্ঞানের ভার অতিক্রম করিয়া কাম প্রবৃত্তি একপার্শ্ব অধোনয়ন করে কিন্তু গুরুজ্ঞানের মহাভার দ্বারা অধিক-তর আয়াসের সহিত তুলাদণ্ড সমান রাখিতে হয়।"

আত্ম সংযমই চরিত্র লাভের প্রধান উপায়। ইন্দ্রিয় দমন অভ্যাসজাত। আত্মাদর, আত্মচেষ্টা, সাধুতা, শ্রমানুরাগ ও কার্য্যকুশলতা সমুদয়ই অভ্যাসের ফল। অতএব মানবমাত্রেরই সদভ্যাস শিক্ষা করা কর্ত্তব্য। তাহার হৃদয়-ত্বকে সদভ্যাসরূপ অক্ষর খোদিত হইলে, তাহা আর

কখনও মিশিয়া যাইবে না; বরং কাল সহকারে জীবন-বৃক্ষের সহিত বর্দ্ধিত হইতে থাকিবে। বাল্যকালই অভ্যাসের উপযুক্ত সময়। বালককে যে পথে লও, সে সেই পথেই যাইবে। সৎপথে ভ্রমণ করিতে শিক্ষা দিলে, অবশ্যই সৎজীবন লাভ করিবে।

ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ছিদ্রের মধ্যদিয়া যেরূপ সূর্য্যালোক প্রবেশ করে, তেমনি সামান্য সামান্য সৎকার্য্য দ্বারা মানবচরিত্র গঠিত হইয়া থাকে। দৈনিক জীবন রূপ আকরেই চরিত্ররূপ স্পর্শমণির জন্ম। গৃহই চরিত্রের প্রধান শিক্ষাস্থল। মাতা, পিতা, ভ্রাতা, ভগিনী, ভার্য্যা, বন্ধু প্রভৃতিই উহার প্রধান শিক্ষক। গৃহের পর, বিদ্যালয়, চরিত্র গঠনের উপযুক্ত স্থান। সংসার, চরিত্রের শেষ গঠন-গৃহ ও পরীক্ষা-ভবন। পরীক্ষা কঠোর পদার্থ। যিনি এই ভীষণ জীবন-সমরে জয়ী হইয়াছেন, তিনিই মহাপুরুষ। সংসার এক কৌশলময় কারাগৃহ। সামান্য অপরাধীর ন্যায় সংসারী জীবের অঙ্গ প্রত্যঙ্গাদি আবদ্ধ নহে। তাহার মনও স্বাধীন। কিন্তু তাহার কার্য্যক্ষেত্র সীমাবদ্ধ। তাহার জীবন কিয়ৎকালের নিমিত্ত দেহ পিঞ্জরের অধীন। এই অবস্থায় থাকিয়া যে স্বীয় স্বাধীনতা অর্থাৎ নৈতিক চরিত্র ও ধর্ম্মভাব রক্ষা করিতে পারে, সেই ভব কারাগার হইতে উদ্ধারের সম্বল করিয়া লয়।

যেমন আলোকে সমুদয় পদার্থই আলোকিত হইয়া থাকে, তেমনি সৎ ব্যবহারে সকলেরই মন মুগ্ধ করা যায়। সাধু ব্যবহার এবং ধর্ম্মনীতি, জীবনের অলঙ্কার স্বরূপ। রাজকীয় বিধি, ব্যক্তিগত ব্যবহারের সমষ্টি মাত্র। বিধির প্রয়োজন, ব্যবস্থাকালে; কিন্তু সদ্ব্যবহার সকল সময়ে এবং সকল স্থানেই আবশ্যক হয়। শিষ্টাচার ও দয়া হইতে সদ্ব্যবহারের জন্ম। সৌজন্য লাভে, অর্থের প্রয়োজন হয় না। সর্ব্বভূতে সমদৃষ্টি আয়াস সাধ্য হইলেও সুলভ। ইংলণ্ডের রাজ্ঞী এলিজাবেথকে একজন রাজনীতিজ্ঞ এই বলিয়া উপদেশ দিয়াছিলেন যে, "রাজ্ঞী, প্রজার হৃদয়

লাভে যত্ন করুন ; অর্থ হৃদয়ের সঙ্গে সঙ্গেই পাইবেন।" সৌজন্য প্রকৃত চরিত্রবানের চিহ্ন। চরিত্রশীল ব্যক্তি কখনও আত্মম্ভরি হন না। তিনি বিনয়ী ও ক্ষমাশীল। তাঁহার মতের বিরোধী লোককেও তিনি ঘৃণা করেন না।

মহৎ অন্তঃকরণ সকল প্রকার লোকের মধ্যেই দেখা যায়। প্রকৃতি কাহাকেও অন্তঃকরণ দানে বিমুখ হন নাই। যাঁহার হৃদয় মহৎ তিনিই প্রকৃত বড় লোক। তাঁহার কার্য্য ও বাক্য সমুদয় সত্যানুযায়ী। তিনি আত্মসম্মান করিয়া থাকেন। মানবাত্মা তাঁহার চক্ষে ভক্তির সামগ্রী। সুতরাং আত্মাধার মানবকে তিনি সম্মান না করিয়া পারেন না। ভদ্রতা, ক্ষমা, দয়া ও দানশীলতা সেই সম্মানের ফল। তাঁহার লক্ষ্য উচ্চ, হৃদয় উচ্চ, তাঁহার বাক্য ও কার্য্য দেবভাবাপন্ন। মানব জীবনের কর্ত্তব্য সাধনই তাঁহার লক্ষ্যস্থল। তিনি সত্যভাষী, সত্যকুশল, সাধু ও পাপকর্ম্ম হইতে বিরত। পাপ ও নীচ কার্য্যকে তিনি ঘৃণার চক্ষে দেখিয়া থাকেন তিনি দরিদ্রকে ঘৃণা করেন না। কারণ জানেন যে, হৃদয়বান্ দরিদ্র, হৃদয়হীন ধনবান্ অপেক্ষা সহস্রগুণে পূজনীয়। তিনি ধর্ম্মভীরু, অথচ, পাপের নিকট শত সুমেরু অপেক্ষাও বলীয়ান্। ধর্ম্মের নিমিত্ত অকাতরে প্রাণ দিতে প্রস্তুত। তাঁহার হৃদয় কোমল অথচ দৃঢ় শত বজ্রপাতও তাঁহাকে ধর্ম্মপথ হইতে বিচলিত করিতে পারে না। কিন্তু দুঃখের এক বিন্দু অশ্রু পাতেই তাঁহার হৃদয় দ্রব হইয়া যায়। তাঁহার ব্যবহার উৎকৃষ্ট। প্রত্যুত, ব্যবহারই চরিত্রের পরিচায়ক। পিতা মাতার প্রতি ভক্তি, কনিষ্ঠ ও সন্তানের প্রতি স্নেহ, ভার্য্যার প্রতি প্রেম, সৎলোকের প্রতি শ্রদ্ধা, ভগবানে মতি ও ভক্তি সমুদায়ই তাঁহাতে লক্ষিত হইয়া থাকে।

উপদেশ অপেক্ষা দৃষ্টান্ত অধিকতর ফলপ্রদ। ইতিবৃত্ত পাঠে চরিত্রবান্ ব্যক্তিদিগের বহুল দৃষ্টান্ত অবগত হওয়া যায়। কাব্যেও

পুরাণে হিন্দুজাতির ইতিহাস দৃষ্ট হয়। সেই কাব্য ও পুরাণ আবার রূপক-জালে আচ্ছন্ন। কল্পনার আবরণ খুলিয়া ফেলিয়া, প্রকৃত তথ্য নিরূপণ করিতে পারিলে, পূর্ব্ব পুরুষদিগের অতীতকীর্ত্তি শ্রবণ করিয়া, অতিশয় অধঃপতিত জাতিরও স্বদেশানুরাগ প্রজ্বলিত হইয়া উঠে। এবং স্বদেশানুরাগের সঙ্গে সঙ্গেই, নষ্ট গৌরবের পুনরুদ্ধারের বাসনা জন্মে। সত্যই আচার্য্য মক্ষমূলর বলিয়াছিলেন যে "হিন্দুজাতির উদ্ধার যদি সম্ভব-পর হয়, তাহা কেবল তাঁহাদের সনাতন শাস্ত্রালোচনার মধুময় ফল দ্বারাই সাধিত হইবে।" রামায়ণ ও মহাভারত দুইটিই ইতিহাস-মূলক মহাকাব্য। প্রীতি, পবিত্রতা ও পরাক্রমের লীলাভূমি। রামায়ণ সৌন্দর্য্য ও ভাবের অনন্ত উৎস। যদি অপত্যস্নেহের জ্বলন্ত দৃষ্টান্ত অবলোকন করিতে চাও, কৌশল্যার কাতর মূর্ত্তি, দশরথের শোকবেগে মৃত্যু স্মরণ কর। যদি দাম্পত্য প্রেমের চরম সীমায় উপনীত হইতে বাসনা জন্মে, সতীত্বের চির আধার সীতা-চরিত্র পাঠ কর। ধর্ম্মনিষ্ঠা ও কর্ত্তব্য পালন, রাম-চরিত্রের প্রতি অক্ষরে অঙ্কিত রহিয়াছে। ভগবান রামচন্দ্রের ন্যায় কে বলিতে পারিবে—

"স্নেহং দয়াং তথা সৌখ্যং যদি বা জানকীমপি।
আরাধনায় লোকস্য মুঞ্চতো নাস্তি মে ব্যথা॥" ?

ভরত ও লক্ষ্মণ সৌভ্রাত্র-রক্ষণ ও ত্যাগ স্বীকারের অনুপম নিদর্শন। হনুমান্ প্রভুভক্তির জীবন্ত প্রতিমূর্ত্তি। লব কুশ স্বাভাবিক বীরত্বের অদ্বিতীয় প্রতিকৃতি। বিভীষণ ধর্ম্মভীরুতার সুন্দর আলেখ্য। কবিগুরু বাল্মীকি ও তাঁহার দেবোচিত চিত্রগুলি, স্বদেশানুরাগের অনন্ত প্রস্রবণ।

মহাভারত, রামায়ণ অপেক্ষাও অধিকতর দৃষ্টান্তময়। 'ভারতে' যাহা নাই—ভারতে তাহা নাই। মহাভারতের সাবিত্রী, রামায়ণের সীতা। মহাভারতের পঞ্চ পাণ্ডব রামায়ণের চারি ভ্রাতা। সাবিত্রী দময়ন্তী ও শান্তা দ্বিতীয়া সীতা-স্বরূপা। দুর্য্যোধন অভিমানের জ্বলন্ত আদর্শ। তিনি

মহাভারতের রাবণ। দুঃশাসন প্রকৃতই দুঃশাসনের অবিকৃত ছায়া। কর্ণ দ্বিতীয় বিভীষণ। কুন্তী ও দ্রৌপদী ধর্ম্ম বিশ্বাসের সুন্দর মূর্ত্তি। গীতায় শ্রীকৃষ্ণের মুখ হইতে যে সমস্ত বাক্য উচ্চারিত হইয়াছে, সেই সমুদয় প্রকৃতই ধর্ম্ম ও ধর্ম্মজ্ঞতার লক্ষণ-সূচক। সংক্ষেপে কুরুভ্রাতৃগণ অধর্ম্মের, পাণ্ডবগণ ধর্ম্মের অবিকল ছায়া। এই সমুদয় বিভিন্ন গুণাবলম্বী ব্যক্তিগণের ভিন্ন ভিন্ন সৎগুণকে আদর্শ করিয়া জীবন-সমরে সম্মুখীন হওয়া কি আমাদের কর্ত্তব্য নহে? দৃষ্টান্ত সমকালীন হইলে আরও উপকারী হইয়া থাকে। দিনাজপুর নিবাসী শ্রীযুক্ত ভুবনমোহন কর মহাশয়কে সকলেই ভক্তি করিয়া থাকে কেন? কি প্রকারে তিনি এই প্রকার ভক্তির পাত্র হইলেন? ধনে? তিনি এক কপর্দ্দকও সঞ্চয় বা অন্যায় ব্যয় করেন না। পদবীতে? তিনি একজন অল্পবেতনভোগী অবসরপ্রাপ্ত শিক্ষক। প্রতিভায়? তিনি অসামান্য প্রতিভাশালী নহেন। বাগ্মীতায়? তিনি অনর্গল বলিতে পারেন না; যাহা কিছু বলেন হৃদয়ের অন্তস্তল হইতে। ব্যক্তিগত ব্যবহারে? তিনি শিষ্টাচারী সত্য; কিন্তু তাই বলিয়া তোসামোদী নহেন। লোকের মনোরঞ্জনের নিমিত্ত বিবেকের বিসর্জ্জন দিতে প্রস্তুত নহেন। কি গুণে তিনি সকলের হৃদয়-রঞ্জক? কেবল চরিত্র গুণে। তিনি হৃদয়বলে বলীয়ান্। হৃদয়ের অলোকসামান্য গুণেই অন্যের হৃদয়ের লাভে সমর্থ হইয়াছেন। তাঁহার পবিত্র ব্যবহার, নিরলসতা, সত্যপ্রিয়তা, শিষ্টাচার, দয়া ও পবিত্র জীবন সকলেরই অনুকরণ করা কর্ত্তব্য। তিনি সংসারী হইয়াও যোগী। বিষয়ী হইয়াও ত্যাগী। অপ্রসিদ্ধ হইয়াও প্রসিদ্ধ। লোকের নিকট, বিবেকের নিকট, ঈশ্বরের নিকট, তিনি ধার্ম্মিক।

জাতীয় চরিত্র ব্যক্তিগত চরিত্রের সমষ্টিমাত্র। লোক লইয়াই সমাজ। সমাজ লইয়াই জাতি। সুতরাং ব্যক্তিগত চরিত্র জাতীয় চরিত্রের ভিত্তি ভূমি। জাতীয় চরিত্র গঠিত করিতে হইলে জাতির আত্মস্বরূপ প্রত্যেক ব্যক্তির চরিত্রের উৎকর্ষ সাধন করিতে হইবে। বীজ পরিপক্ক হইলে,

ফল অবশ্যই সুস্বাদু হইবে। শিথিল ভিত্তির উপর সুদৃঢ় অট্টালিকার স্থায়িত্ব যেরূপ অসম্ভব, শিথিল ব্যক্তিগত চরিত্রের উপর স্থায়ী জাতিগত চরিত্রের গঠনও সেইরূপ অসম্ভব। গ্রীস, রোম প্রভৃতি প্রাচীন জাতির ইতিহাস এ বিষয়ে প্রকৃত প্রমাণ। ব্যক্তিগত চরিত্রের পতনে জাতীয় চরিত্রের পতন অবশ্যম্ভাবী। ব্যক্তির ন্যায় জাতিও সাহসী, সাধু, সত্য-পরায়ণ, উন্নতমনা ও ধার্ম্মিক হইবে। তাহা না হইলে তাহার উন্নতির আশা নাই। চরিত্রবান্ হইতে হইলে, সমস্ত জাতিকে, ভক্তিপরায়ণ, আত্ম-পর্য্যবেক্ষণশীল, আত্ম-শাসনপ্রিয় ও কর্ত্তব্যদর্শী হইতে হইবে।

রাজকীয় শাসন চরিত্র-লাভের প্রধান অবলম্বন নহে। প্রজাসাধারণ বিবেকানুরক্ত, নীতিপ্রিয়, হৃদয়বান্ ও সৎকার্য্যপরায়ণ হইলেই রাজ্যের উন্নতি সম্ভবপর।

প্রকৃত স্বদেশ-প্রেম ও স্বজাতি-হিতৈষিতা এক অপূর্ব্ব সামগ্রী। প্রকৃত স্বদেশ প্রেমিক কথার ধার ধারেন না। অন্তর্নিহিত ভাব কার্য্যে পরিণত করিতে তিনি সদাই ব্যাকুল। প্রকৃত মানবের ন্যায় কর্ত্তব্যসাধন তাঁহার লক্ষ্যস্থল। তিনি সৎকার্য্যে জীবন উৎসর্গ করেন। স্বদেশ হিতের নিমিত্ত তিনি সর্ব্বস্বত্যাগে পরাঙ্মুখ হন না। প্রকৃত স্বদেশানুরাগের সহিত চরিত্রগত উন্নতি অচ্ছেদ্য বন্ধনে আবদ্ধ। মহান্ লক্ষ্যই মানব মনকে মহত্ত্বের অভিমুখ করে। জাতীয়তারূপ সমষ্টিতে স্বীয় ব্যষ্টিত্ব জনিত সকল আকাঙ্ক্ষা, এমন কি স্বীয় সর্ব্ববিধ উন্নতির আকাঙ্ক্ষা পর্য্যন্ত, সমষ্টির সঙ্গে একীভূত করিতে পারিলে চরিত্রের পবিত্রতা স্খলিত হইবার আশঙ্কা বিদূরিত হইয়া যায়। এ সম্বন্ধে পৃথিবীর বিভিন্ন জাতির ইতিহাস সাক্ষ্য প্রদান করিতেছে।

গৃহস্থের কর্ত্তব্য নির্ণয়।

ব্রাহ্মণ। "তুমি ধর্ম্মপত্নী হও আমার গৃহিণী।
সর্ব্বধর্ম্ম-বিশারদা সুখপ্রদায়িনী॥
বিশেষ বালক পুত্র আছে যে তোমার।
তোমা বিনা মুহূর্ত্তেক না জীবে কুমার॥
আপনি রাখিয়া তোমা দিলে রাক্ষসেরে।
অপযশ হবে মম সংসার ভিতরে॥
অপূর্ব্ব সুন্দরী এই কন্যা সুভাষিণী।
কন্যারে রাক্ষসে দিলে কুযশ কাহিনী॥
তোমা সবে দিব আমি রাক্ষস-ভক্ষণে
ধিক্ ধিক্! তবে মোর কি কাজ জীবনে?"

ব্রাহ্মণী। "তুমি যদি যাও তথা, একে হবে আর।
একেবারে মরিবে সকল পরিবার॥
আমি সহমৃতা হব তোমার মরণে।
অনাথ হইবে কন্যা, পুত্র দুইজনে॥
তবে কদাচিৎ যদি রাখিব জীবন।
কি শক্তি আমার শিশু করিতে পালন॥
তোমা বিনা অনাথ হইবে তিন জনে।
অনাথের বহু কষ্ট হবে দিনে, দিনে॥"

কন্যা। "অনাথের প্রায় দোঁহে কাঁদ কি কারণ।
ক্রন্দন সম্বর, শুন মোর নিবেদন॥
রাক্ষসের ঠাঁই যদি জননী যাইবে।
জননী বিচ্ছেদে এই বালক মরিবে॥

কালেতে আমারে অন্যে দিতে হবে দান।
এক্ষণে রাক্ষসে দিয়া দোঁহে হও ত্রাণ্॥"
শিশুপুত্র। "রাক্ষসে মারিব এই তৃণের প্রহারে।
কোথা আছে দেখাইয়া দেহ দেখি তারে॥"

কাশীরামের মহাভারত হইতে গৃহীত।

সন্তান ও পিতামাতা।*

সন্তান লাভে পিতামাতা যে সুখানুভব করেন, তাহা প্রকাশ করিয়া দেখাইবার নহে। আবার নিজে ক্লেশ পাইলেও পাছে সন্তানের মনে কষ্ট জন্মে, এই ভয়ে প্রকাশ্যে দুঃখ করিতে পারেন না। সুতরাং তাঁহাদের সুখ ও দুঃখ উভয়ই অসাধারণ। স্বীয় প্রতিবিম্ব স্বরূপ সন্তান সন্ততি বেষ্টিত হইয়া সংসার যাত্রা নির্ব্বাহ করিতে, কাহার না মনে অনির্ব্বচনীয় সুখের উদয় হয়? কিন্তু সন্তান রুগ্ন, দুর্বৃত্ত, মূর্খ ও স্বেচ্ছাচারী হইলে পিতামাতার মনে যে কিরূপ ক্লেশ ন্মে তাহা কেবল ভুক্তভোগীরাই অনুভব করিতে সমর্থ। সন্তান কৃতবিদ্য হইলেও তাহার অমঙ্গল আশঙ্কায়, পিতামাতাকে সর্ব্বদা উদ্বেগ প্রাপ্ত হইতে হয়।

এই সমুদয় পর্য্যালোচনা করিলে দেখা যায় যে, সন্তান লাভ করিয়া পিতামাতা কোথায় সুখে থাকিবেন, না আরও অধিকতর ক্লেশ-প্রপীড়িত হন। সত্য বটে সন্তান সন্ততি লইয়া সাংসারিক কার্য্য করিলে ক্লেশভার লঘু হয়, কিন্তু নিজে দুর্ভাগ্যে পতিত হইলে, সন্তানের কষ্ট দেখিয়া হৃদয় দ্বিগুণ জলিতে থাকে। সন্তান লাভে সাংসারিক ক্লেশ ও উদ্বেগ বর্দ্ধিত হয় সত্য, কিন্তু সন্তান রাখিয়া মরিতে পারিলে, মৃত্যুভয় লঘু বোধ হয়।

---

* ইংরেজী গ্রন্থের আদর্শে লিখিত এই প্রবন্ধ স্বকীয় অভিজ্ঞতা মুলক।

বংশ রক্ষা করা কেবল মানবের কেন পশুদেরও স্বাভাবিক ধর্ম্ম, সুতরাং কয়েকটী সন্তান রাখিয়া গেলেই মনুষ্য-জন্মের সার্থকতা সম্পাদন করা হয় না। সৎকীর্ত্তি স্থাপনই মানব জন্মের মুখ্য উদ্দেশ্য। যথাসাধ্য কর্ত্তব্য সম্পাদনই মানবের আত্মস্বরূপ। ইহা জগৎপিতার অভিপ্রেত সুতরাং সকলেরই অনুকরণীয়। কীর্ত্তি লাভ করিতে হইলে সর্ব্ব প্রথমে চরিত্রের বিশুদ্ধি সাধন করিতে হইবে। পরে চরিত্র উন্নত হইলে, সকল লোক-হিতকর কার্য্যে অনুরাগ জন্মিবে। স্থানে স্থানে বিদ্যালয়, পান্থ-নিবাস ও চিকিৎসালয় স্থাপন, কূপ ও দীর্ঘিকা খনন, গতায়াতের সুবিধার নিমিত্ত পথ ও সেতু নির্ম্মাণ প্রভৃতি সৎকার্য্যে জীবন ও অর্থ উৎসর্গ করিলে, চিরস্মরণীয় কীর্ত্তি লাভ করা যায়। এইরূপ জীব-হিতকর কার্য্য প্রায়ই নিঃসন্তান ব্যক্তিগণ কর্ত্তৃক সাধিত হইয়া থাকে। কারণ তাঁহাদিগের আত্মবিম্ব বাহ্য জগতে প্রতিফলিত না হওয়ায়, তাঁহারা অন্তঃকরণের প্রতিবিম্ব স্বরূপ সৎকার্য্য অনুষ্ঠানে রত হন এবং অবাধে কীর্ত্তি লাভ করিয়া থাকেন। সুতরাং প্রায়শঃই নিঃসন্তান ব্যক্তিরাই কেবল সমগ্র মনুজ সন্ততির ভার স্কন্ধে লইয়া, পরমার্থ সাধনে রত হন। কিন্তু যাঁহাদের সন্তান সন্ততি জন্মিয়াছে, তাঁহাদের স্নেহ অনেক সময় স্বীয় পরিবারের মধ্যেই আবদ্ধ থাকে। সুতরাং তাহা নিঃসন্তান ব্যক্তির ন্যায় বিশ্বব্যাপী হইবার তাদৃশ অবকাশ পায় না।

তথাপি নিঃসন্তান ব্যক্তির সুখ অপেক্ষা পুত্র-কলত্র-বেষ্টিত মানবের সুখ, পরিমাণে অধিক। সন্তানশালী মানব ইচ্ছা করিলেই নিঃসন্তান ব্যক্তি অপেক্ষা অধিক যশঃ লাভ করিতে পারেন। নিঃসন্তান ব্যক্তির হৃদয় অনুর্ব্বর ক্ষেত্র-স্বরূপ। কিন্তু সন্তানশালী ব্যক্তির হৃদয় উর্ব্বরা ভূমির ন্যায়। ক্রমশঃ কর্ষণ করিয়া উহার শক্তি বর্দ্ধিত করিলেই, সমগ্র মাবব-জাতির প্রতি প্রীতি সম্পন্ন করা যাইতে পারে।

বহু সন্তানের স্থলে, পিতামাতার স্নেহ, সকলের প্রতি সমান হয় না।

পরন্তু কখন কখন তাঁহাদিগকে পক্ষপাতী হইতে দেখা যায়। বিশেষতঃ মাতা কোন না কোন সন্তানের প্রতি স্নেহ সমধিক প্রকাশ করেন।

সন্তান, পিতার যত্নে জ্ঞান লাভ করিয়া সকলের চিত্তবিনোদ করে, কিন্তু অনেক সময়ে মাতার অন্যায় আদরে ব্যসনী হইয়া পরিবারস্থ ব্যক্তি মাত্রকেই লজ্জিত করিয়া থাকে।

সন্তানের প্রতি অন্যায় আদর প্রকাশ যেরূপ অনুচিত, তাহার যাচিত বিষয়ে অতিশয় কার্পণ্য প্রকাশও সেইরূপ অবিধেয়। প্রত্যেক বিষয়ে বিফল মনোরথ হইলে, নানাপ্রকার ছলনা করিয়া স্বীয় অভাব মোচন করিতে চেষ্টা করে, এবং স্বভাবতঃই কপটতার শিক্ষাস্থল কুসঙ্গ অবলম্বন করিয়া কুক্রিয়াসক্ত হইয়া পড়ে এবং একবার ধন হস্তগত হইলে, অতিশয় অপরিমিত ব্যয়ী হইয়া থাকে। সুতরাং সন্তানকে শাসন করাও যেমন বিধেয়, তাহার স্বভাব সুলভ কোন না কোন মনোরথ পূর্ণ করাও যুক্তি-সঙ্গত। কোন কোন মাতাপিতা, শিক্ষক বা ভৃত্য, সন্তানদিগকে সমগুণে অলঙ্কৃত করিবার নিমিত্ত তাহাদের মধ্যে অকারণ ঈর্ষানল প্রজ্জ্বলিত করিয়া, কেবল স্বীয় স্বীয় নির্ব্বুদ্ধিতার পরিচয় প্রদান করেন। এই ঈর্ষানলে সৌভ্রাত্র-তরু দগ্ধীভূত হইলে চিত্তক্ষেত্রে গৃহ বিচ্ছেদের বীজ উপ্ত হয়। হিন্দুদের ন্যায় ইটালীয়েরাও ভ্রাতুষ্পুত্র ও স্বীয় সন্তানকে সমান স্নেহচক্ষে দর্শন করিয়া থাকেন। ইহা অতিশয় সুবিবেচনার কার্য্য। বাল্যকালেই সন্তানের ক্ষমতা অনুযায়ী শিক্ষা প্রদান করিয়া যথোচিত কার্য্য বা ব্যবসায়ে নিযুক্ত করা কর্ত্তব্য। এই কালে চিত্তবৃত্তিগুলি অতিশয় কোমল থাকে। তাহাকে যেদিকে ইচ্ছা সেই দিকেই পরিচালিত করিতে পারা যায়। সন্তানের স্বভাবতঃ চঞ্চল প্রবৃত্তি বিশেষের প্রতি সমধিক দৃষ্টি না করিয়া, যে জীবনোপায় তাহার সাধ্যায়ত্ত অথচ মান-সম্ভ্রম-জনক, তাহাকে তাহাতেই নিয়োগ করা কর্ত্তব্য। কিন্তু তাহার স্বাভাবিক বৃত্তির প্রতিও লক্ষ্য রাখিতে হইবে।

শাস্ত্রানুশীলন* ।

চিত্তবৃত্তি সমুদয়ের শৃঙ্খলা সাধন, অন্তঃকরণের পরিমার্জ্জন, মনোমধ্যে জ্ঞান সঞ্চয় এবং ঐ জ্ঞান কার্য্যকালে যথোচিতরূপে নিয়োগ করিবার নিমিত্ত অধ্যয়নের প্রয়োজন। আনন্দ, বাগ্মীতা ও বিচারশক্তি শাস্ত্রানুশীলনের মধুময় ফল। সাংসারিক কার্য্যে ব্যাকুল মনের শান্তির নিমিত্ত, কোন নির্জ্জন স্থানে গমন করিয়া, শাস্ত্রালোচনা করিলে, এক প্রকার বিশুদ্ধ আনন্দ লাভ করা যায়। কাব্যজ্ঞান শাস্ত্রাধ্যায়ীর অলঙ্কার স্বরূপ। শাস্ত্র-পারদর্শী হইলে, কথোপকথনকালে, সুন্দর সুন্দর বাক্যাবলীর অবতারণা করিয়া, সমাগত ব্যক্তিমাত্রেরই মন হরণ করিতে পারা যায়। শাস্ত্র-চর্চ্চা হইতে মনোহারিণী বাগ্মীতা শক্তি বিকসিত হইয়া থাকে। শাস্ত্রাধ্যয়ন করিলে সকল বিষয়েই বিশেষ পারদর্শিতা জন্মে। বহুদর্শী বুদ্ধিমান লোকে কোন কার্য্যবিশেষ কল্পনা ও সমাধা করিতে পারেন বটে, কিন্তু জন-সাধারণোপযোগী উপদেশ প্রদান, অতিশয় দুরূহ কার্য্যানুশীলন ও গুরুতর রাজকার্য্য প্রভৃতি শৃঙ্খলার সহিত সমাধাকরণ, কেবল বিদ্বান্ ব্যক্তিরই সাধ্য। তাই বলিয়া শুদ্ধ শাস্ত্রালোচনায় সময় ক্ষেপণ এক প্রকার আলস্য মাত্র। আলাপের সময় অতিশয় শব্দালঙ্কার প্রয়োগ করিলে কেবল পাণ্ডিত্যাভিমান প্রকাশ করা হয়। বিচারকালে কেবল শাস্ত্রানুসরণ করিয়া চলা পণ্ডিত-মূর্খের কর্ম্ম। স্বাভাবিক প্রজ্ঞা শাস্ত্রজ্ঞানে সম্পূর্ণরূপে মার্জ্জিত হয়। আবার শাস্ত্রজ্ঞান ও লৌকিক প্রজ্ঞা দ্বারা সংশোধিত ও পরে ফলবান হইয়া থাকে। স্বাভাবিক বৃত্তিগুলি স্বভাবজাত পাদপের ন্যায়। উহাদিগকে বর্দ্ধিত ও ফলদ করিতে হইলে জ্ঞানাস্ত্র দ্বারা অসার

---

* ইংরেজী ও সংস্কৃত গ্রন্থের ভাবে বহুকাল পূর্ব্বে এই প্রবন্ধ লিখিত হইলেও, পূজনীয় ৺ কেদারনাথ ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের পবিত্র স্মৃতির সহিত এই প্রবন্ধ জড়িত।

বিটপ ও পল্লবগুলি ছেদন করা আবশ্যক। শাস্ত্রজ্ঞানও লৌকিক প্রজ্ঞা-রূপ ঘর্ষণাস্ত্রে তীক্ষ্ণ ও কার্য্যক্ষম করিয়া লইতে হয়। অসার ধূর্ত্তেরা শাস্ত্রকে ঘৃণা করে, সরল ব্যক্তিরা আদর করে, এবং বিজ্ঞেরা কার্য্যকালে প্রয়োগ করিয়া উহার সার্থকতা সম্পাদন করিয়া থাকেন।

কেবল শাস্ত্রানুশীলন করিলেই জ্ঞান জন্মে না। জগতের ব্যবস্থা দেখিয়া জ্ঞানার্জ্জন করিতে হয়। কেবল অপ্রমাণ কি প্রতিবাদ, বিশ্বাস কি স্বীকার, অথবা বাগ্মীতা কি বিদ্যাপ্রকাশার্থ শাস্ত্রানুশীলনে প্রবৃত্ত হওয়া কর্ত্তব্য নহে। ধীশক্তি যথোচিতরূপে সংমার্জ্জিত ও পরিচালিত করাই শাস্ত্রানুশীলনের মুখ্য উদ্দেশ্য।

সকল প্রকার গ্রন্থই যে সমভাবে পাঠ করিতে হইবে এমত নহে। কতকগুলি গলাধঃ করিতে হয়, কতকগুলি চর্ব্বণ ও জীর্ণ করিতে হয়। অর্থাৎ কতকগুলি অংশতঃ মাত্র পাঠ করিতে হয়, কতকগুলি যেমন তেমন করিয়া পড়িলেই চলে, আর কতকগুলি প্রথম হইতেই শেষ পর্য্যন্ত গাঢ় মনোযোগ সহকারে অধ্যয়ন করিতে হয়। আবার কতকগুলি নিম্ন অঙ্গের গ্রন্থের, পরের নিকট শুনিয়া বা সংগ্রহ করিয়া পাঠ ও ভাব গ্রহণ করিতে হয় কিন্তু উৎকৃষ্ট গ্রন্থাবলী, আমূল ও সাগ্রহে পাঠ করা কর্ত্তব্য। কারণ পরিস্রুত গ্রন্থ পরিস্রুত সলিলের ন্যায় বিস্বাদ ও বিরস।

শাস্ত্র পাঠ দ্বারা বহুদর্শী, শাস্ত্রালাপ দ্বারা উপস্থিত বক্তা ও শাস্ত্ররচনায় বিশেষ সংস্কারশালী হইতে পারা যায়। যদি কাহার রচনা করিবার অভ্যাস না থাকে, তবে তাঁহার অসাধারণ মেধা থাকা আবশ্যক; যদি শাস্ত্রালাপে অভ্যাস না থাকে, তবে বিশেষ প্রতিভা থাকা চাই এবং যদি অধ্যয়নে ন্যূনতা থাকে, তবে ঐ দোষগোপন নিমিত্ত বিশেষ চতুরতার প্রয়োজন হয়।

ইতিহাসে বিজ্ঞতা, কাব্যে শব্দপ্রয়োগনৈপুণ্য, অঙ্কশাস্ত্রে তীক্ষ্ণবুদ্ধি, পদার্থ বিদ্যায় গাম্ভীর্য্য, ধর্ম্মনীতিতে ধীরতা এবং তর্কে ও অলঙ্কার শাস্ত্রে বাদনৈপুণ্য জন্মে।

শারীরিক রোগের ন্যায় মানসিক রোগও অনুশীলনের দ্বারা সুস্থ হইয়া থাকে। যেমন মুত্রাধারের বিষণ্ণতা গোলা নিক্ষেপ দ্বারা, উদরাময় ধীরে ধীরে ভ্রমণ দ্বারা, হৃৎযন্ত্রের বৈকল্য বন্দুক চালনা দ্বারা, মস্তিষ্কের বিকৃতি অশ্বারোহণ দ্বারা বিদূরিত হয়, তেমনি মানসিক অপটুতা ও অস্থিরতা শাস্ত্রানুশীলনে অন্তর্হিত হইয়া যায়। যাহার চিত্ত চঞ্চল, তাঁহার গণিত শাস্ত্র আলোচনা করা আবশ্যক। কারণ প্রতিজ্ঞা সমাধান করিবার সময় একটু বিচলিত হইলেই, আবার প্রথম হইতে আরম্ভ করিতে হয়, এবং এইরূপে ক্রমে চিত্তচাঞ্চল্যের হ্রাস হইয়া একাগ্রচিত্ত হওয়া যায়। যে অতিশয় স্থূলবুদ্ধি, তাহার ন্যায়শাস্ত্র অধ্যয়ন করা কর্ত্তব্য। কারণ এই শাস্ত্র অধ্যয়ন করিলে পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে বিচার করিবার শক্তি জন্মিয়া থাকে। যে এক বিষয়ের প্রমাণ করিতে অন্য বিষয়ের অবতারণা করে এবং বস্তুমাত্রেরই পল্লব গ্রহণ করিয়া থাকে, তাহার ব্যবহার-শাস্ত্রানুশীলন করা বিধেয়। এইরূপে ভিন্ন ভিন্ন চিত্তদৌর্ব্বল্যগুলি ভিন্ন ভিন্ন শাস্ত্রানুশীলনে সংশোধিত হইয়া থাকে।

বিবেকবান্ ব্যক্তিগণের প্রজ্ঞাই চক্ষুস্বরূপ। শাস্ত্রালোচনায় যে জ্ঞান জন্মে তাহাই প্রজ্ঞা। চক্ষুর অগোচর বিষয়ের দর্শক ও অশেষ সংশয়-নাশকারী শাস্ত্র, মানবমাত্রেরই দর্শনেন্দ্রিয়ের কার্য্য সাধন করিয়া থাকে। এই দিব্য চক্ষু স্বরূপ শাস্ত্রের শক্তি অতি অলৌকিক। ইহার দৃষ্টি, ভূত, ভবিষ্যৎ, বর্ত্তমান এবং ব্যবধান-বিশিষ্ট ও দূরবর্ত্তী বিষয় সকলেও প্রতিহত হয় না। শাস্ত্রলব্ধ প্রজ্ঞাদ্বারাই আমরা বাহ্য ও অন্তর্জগতে প্রবেশ করিতে পারি। পার্থিব ও পারলৌকিক উভয় সুখই শাস্ত্র-জ্ঞানসাপেক্ষ।

কবিগুরু বাল্মীকি।

নমি আমি, কবিগুরু, তবপদাম্বুজে,
বাল্মীকি ! হে ভারতের শিরঃ চূড়ামণি,
তব অনুগামী দাস, রাজেন্দ্র-সঙ্গমে
দীন যথা যায় দূর তীর্থ-দরশনে।
তব পদ-চিহ্ন ধ্যান করি দিবানিশি,
পশিয়াছে কত যাত্রী যশের মন্দিরে,
দমনিয়া ! ভব-দম দুরন্ত শমনে—
অমর ! শ্রীভর্ত্তৃহরি, সূরী ভবভূতি
শ্রীকণ্ঠ, ভারতে খ্যাত বরপুত্র যিনি
ভারতীর, কালিদাস—সুমধুর ভাষী ;
মুরারি-মুরলী-ধ্বনি-সদৃশ-মুরারি
মনোহর ; কীর্ত্তিবাস কীর্ত্তিবাস কবি,
এ বঙ্গের অলঙ্কার !—হে পিতঃ, কেমনে,
কবিতা-রসের সরে রাজহংস-কুলে
মিলি করি কেলি আমি, না শিখালে তুমি ?
গাঁথিব নূতন মালা, তুলি সযতনে
তব কাব্যোদ্যানে ফুল, ইচ্ছা সাজাইতে
বিবিধ ভূষণে ভাষা ; কিন্তু কোথা পাব
(দীন আমি !) রত্নরাজী, তুমি নাহি দিলে,
রত্নাকর ? কৃপা প্রভু, কর অকিঞ্চনে।

মাইকেল মধুসূদন দত্ত

বন্ধুত্ব।*

যে অরণ্যে বাস করে, সে হয় পশু না হয় দেবতা। কারণ, বনে বাস করিয়া স্বার্থ সিদ্ধি করিতে সংসার-বিদ্বেষীর বাসনা জন্মে। যখন সংসারে কেহই তাহার কার্য্যে সহানুভূতি প্রকাশ করে না, তখন সে করুণাধার উদ্ভিদরাজ্যে বাস করিয়া মানবজাতিকে বিদ্বেষানলে দগ্ধীভূত করিতে চেষ্টা করে। এই শ্রেণীর লোক নিশ্চয়ই পশু-ভাবাপন্ন। কিন্তু যিনি সংসার প্রবৃত্তির লীলাভূমি মনে করিয়া অরণ্য আশ্রয় করিয়াছেন, পরমার্থ-লাভই যাঁহার একমাত্র লক্ষ্য, তাঁহাকে দেবতা বই আর কি বলা যাইতে পারে? কিন্তু এইরূপ মহাপুরুষ ইদানীং প্রায়ই দেখা যায় না। সুখের বিষয় অধিকাংশ মানব মহাপুরুষদিগের ন্যায় জীবন লাভ করিতে না পারিলেও পূর্ব্বোক্ত পশুভাবাপন্ন লোকদিগের সঙ্গ-লাভের বাসনা করেন না।

মানব স্বভাবতঃ সঙ্গপ্রিয়। আসঙ্গলিপ্সা না থাকিলে সমাজের অস্তিত্ব থাকিত না। এই সমাজ-প্রিয় মানবের নিকট অরণ্য অতি ভীষণ পদার্থ। কিন্তু বন্ধুহীন পৃথিবী তদপেক্ষাও ভীষণ। বস্তুত বন্ধু না থাকিলে জগৎ শ্মশানে পরিণত হইত। যে বন্ধুত্বের রসাস্বাদনে অক্ষম, তাহাকে নিতান্ত দুর্ভাগ্য বলিতে হইবে।

বন্ধুত্ব জীবনের অলঙ্কার-স্বরূপ। বন্ধুত্বের অসাধারণ গুণ এই যে তাহাতে মদোন্মত্ত হৃদয়েরও স্ফীততার লাঘব হয় এবং অন্তঃকরণ অনির্ব্বচনীয় শান্তিরসে আপ্লুত থাকে।

শারীরিক রোগের ন্যায় মানসিক রোগও অতিশয় ভয়প্রদ। যকৃৎ,

* ইংরেজী ও সংস্কৃত লেখকের ভাবে এই প্রবন্ধ অনেক কাল পূর্ব্বে লিখিত হইলেও, আশৈশব পরম বন্ধু ৺ অধ্যাপক সতীশচন্দ্র রায়ের পবিত্র স্মৃতির সহিত ইহা চিরদিন জড়িত থাকিবে।

প্লীহা, হৃদ্‌রোগ প্রভৃতি ভিন্ন ভিন্ন ঔষধ ব্যবহারে দূরীভূত হইয়া থাকে। কিন্তু বন্ধুত্বই মানসিক বিকৃতির প্রধান ঔষধ। দুঃখ, সুখ, ভয়, আশা, সন্দেহ বা উপদেশ সমুদয়ই বন্ধুর নিকট ব্যক্ত করা যায়। বন্ধুহীন পৃথিবী চন্দ্রহীন অমানিশার ন্যায় প্রতীয়মান হয়।

মানবমাত্রেই প্রিয়তম সুহৃল্লাভাকাঙ্খী। অতিশয় অত্যাচারী সার্ব্ব-ভৌম নরপতিও বন্ধুহীন হইয়া বাস করিতে পারেন না। তাঁহারা স্ব স্ব প্রজামণ্ডলী হইতে বন্ধু নির্ব্বাচন করিয়া লন। তাঁহারা বন্ধুকে কখন কখন এরূপ ক্ষমতা প্রদান করেন যে, তদ্দ্বারা স্বীয় প্রাণ ও রাজ্য নাশের আশঙ্কা উপস্থিত হয়। তথাপি বন্ধুত্বের অনুরোধে তৎপ্রতি ভ্রূক্ষেপ করেন না।

প্রিয়তমা পত্নী, প্রাণসম সন্তান, দেবোপম পিতা মাতা এবং স্নেহাধার ভ্রাতা থাকিতেও প্রাণ যেন কোন্ অপূর্ব্ব ধনের নিমিত্ত ব্যাকুল হয়। ঐ অমূল্য নিধি যতদিন্ প্রাপ্ত হওয়া না যায়, ততদিন হৃদয়-নিকেতন শূন্য বলিয়া বোধ হয়। বন্ধুত্ব যে ঈশ্বর-অভিপ্রেত, প্রাণের এই ব্যাকুলতা স্পষ্টাক্ষরে তাহা নির্দ্দেশ করিতেছে। যদি সংসার-মরু শান্তি-নিকেতনে পরিণত করিতে কামনা জন্মে, তবে বন্ধুত্বরূপ অমৃত-ফলের রসাস্বাদনে প্রবৃত্ত হও।

বন্ধুর সঙ্গ যেমন সুখপ্রদ, বাক্যও তেমনি অমৃত-কল্প। তাহার নিকট হৃদয়দ্বার উদ্ঘাটন করিলে, চিত্তভূমি অপূর্ব্ব রসে আপ্লুত হইয়া থাকে।

বন্ধুর আর একটী প্রধান গুণ এই যে যতই তাহার নিকট আনন্দ প্রকাশ করা যায়, আনন্দবেগ ততই বর্দ্ধিত হইতে থাকে। কেবল ইহাই নহে, দুঃখানল হৃদয়-মন্দির দগ্ধ করিতে উদ্যত হইলে, বন্ধু শান্তি-বারি সেচন করতঃ উহা নির্ব্বাপিত করে।

বন্ধু মনের পক্ষে স্পর্শমণি-স্বরূপ। পুরাতন দার্শনিকেরা শারীরিক রোগ অপনয়ন ও অমরতা সাধন নিমিত্ত, স্পর্শমণি নামক পদার্থের আবিষ্কারের চেষ্টা করিয়াছিলেন। তাঁহারা যাহার জন্য এত লালায়িত

হইয়াছিলেন, সেই অপার্থিব বস্তুর প্রায় সমুদয় গুণ বন্ধুত্বে দেখিতে পাওয়া যায়। মনরূপ লৌহ মিত্রতারূপ স্পর্শমণির স্পর্শে দিব্য স্বর্ণকান্তি ধারণ করে। দুইটী দেহের সম্মিলনে যেমন সমুদয় স্বাভাবিক কার্য্য সুসাধিত এবং বৈষম্য দূরীভূত হয়, তেমনি দুইটী মানসের সংযোগে অপূর্ব্ব স্বর্গীয় সুখ উদিত হইয়া থাকে।

বন্ধুত্ব যেরূপ হৃদয়ের উন্নতি ও শান্তি সাধক সেইরূপ বুদ্ধিরাজ্যের উৎকৃষ্ট নিয়ন্তা ও পরিচালক। হৃদয়াকাশ ক্লেশ-রূপ মেঘ ও দুঃখ-রূপ ঝটিকায় আচ্ছন্ন হইলে, বন্ধুত্ব রূপ পবন তাহা অপনয়ন করিতে সমর্থ হয়। বুদ্ধিরাজ্য চিন্তা-রূপ তিমিরে আবৃত হইলে বন্ধুত্ব-রূপ সূর্য্যই তাহা নাশ করিয়া থাকে। যিনি স্বভাবতঃ চিন্তাশীল, তাঁহার প্রতিভা ও ধীশক্তি বন্ধুর সহিত আলাপে বিশেষভাবে বিকসিত হইয়া থাকে। কথোপকথন কালে, মানসিক ভাবগুলি আন্দোলিত ও পরে শ্রেণীবদ্ধ হইয়া দিব্য শ্রী ধারণ করে। অবশেষে বাক্যালাপের ফল-স্বরূপ মানসে বিশুদ্ধ জ্ঞান সঞ্চিত হয়।

বস্তুতঃ, বাক্য বিস্তৃত বসনের ন্যায়। মনোভাব উহাতে স্পষ্টরূপে অঙ্কিত থাকে। কিন্তু ভাবগুলি সমষ্টিভূত তুলাপিণ্ড-স্বরূপ। এই তুলাপিণ্ড বন্ধুরূপ যন্ত্রের সহকারে বস্ত্রে পরিণত করতঃ পরিধানোপযোগী করিয়া লইতে হয়। বন্ধুর সহিত আলাপে স্বীয় দোষ গুণের পরিচয় পাওয়া যায়। ক্রমে মানসিক ভাবগুলির পরিস্ফুরণ এবং বুদ্ধি বৃত্তির অনুশীলন দ্বারা, কার্য্যকরী শক্তির বৃদ্ধি হইয়া থাকে।

সদুপদেশ প্রদান বন্ধুর আর একটী কর্ত্তব্য কর্ম্ম। মানব প্রায় সকল সময়েই আত্মদোষ বিষয়ে অন্ধ। যথার্থ দোষ প্রদর্শন পক্ষে বন্ধু তাঁহার নেত্রস্বরূপ। সে উহা উল্লেখ এবং যথাসাধ্য সংশোধন করিতে চেষ্টা করে। স্বীয় বুদ্ধি বলে মানব যে সিদ্ধান্তে উপনীত হয়, উহার সহিত তুলনায় বন্ধুর সদুপদেশ অধিকতর ফলপ্রদ। তাহার সিদ্ধান্ত

স্বার্থপরতারূপ সঙ্কীর্ণ জলাভূমিতে আবদ্ধ থাকায় সর্ব্বদাই সিক্ত ও অপ-কারক হইয়া থাকে। বন্ধুত্বরূপ সূর্য্যালোকে উহা শুষ্ক ও কার্য্যক্ষম করিয়া লইতে হয়।

বন্ধু ও স্তাবকে যতদূর অন্তর, বন্ধুর উপদেশ ও নিজ উপদেশ ততদূর ব্যবধান। মানব আপনাকে যতদূর উচ্চ মনে করিয়া থাকে, অতি নীচ তোষামোদকারীও ততদূর জ্ঞান করে না। সুতরাং নিজের ন্যায় স্তাবক আর কেহই নাই। অকৃত্রিম বন্ধুত্ব এই তোষামোদ রোগের সর্ব্বোৎকৃষ্ট ভেষজ।

উপদেশ দ্বিবিধ। ব্যবহার কালে এক প্রকার ও কার্য্যকালে অন্য প্রকারের প্রয়োজন। হৃদয়ই ব্যবহারের জন্মভূমি। সুতরাং হৃদয়ের শান্তির নিমিত্ত বন্ধুর অন্বেষণ স্বভাবসিদ্ধ। বস্তুত, বন্ধুর প্রণয় ও পবিত্র উপদেশ ভিন্ন চিত্ত বিকৃতি নিবারণের আর কোন সহজ পন্থা নাই। আত্ম-শাসন, সদ্‌গ্রন্থ অধ্যয়ন বা অন্যের ভ্রম দর্শনে অভিজ্ঞতা লাভ এ সমুদয় সহজ ব্যাপার নহে। কিন্তু বন্ধুর নিকট উপদেশ গ্রহণ সকলেরই সাধ্যায়ত্ত ও অনায়াস লভ্য।

ব্যবহার কালের ন্যায় কার্য্য কালে বন্ধুত্বের প্রয়োজন। বিশ্ব ব্যাপার যখন দুইটা বস্তুর সম্মিলনে সাধিত হয়, তখন বন্ধুহীন মানব যে হাস্যাস্পদ বস্তু তাহার সন্দেহ নাই। যখন সে পরস্পর বিরোধী ব্যাপারে প্রবৃত্ত হয়, তখন বন্ধু ভিন্ন তাহার উদ্ধারের আর কোন উপায় থাকে না। কার্য্য-কালে বন্ধুর উপদেশ যেরূপ উপকারী, অন্য কিছুই তদ্রূপ নহে। উপদেশ গ্রহণ করিতে হইলে, জ্ঞানবান্ বিশুদ্ধ হৃদয় বন্ধুর উপদেশ গ্রহণই কর্ত্তব্য। উপদেশ অংশতঃ গ্রহণ কর্ত্তব্য নহে। এক বিষয়ে এক মিত্রের, অপর বিষয়ে অন্য মিত্রের উপদেশ গ্রহণ অবিধেয়। উপদেশ গ্রহণ না করাও ভাল তথাপি বিভিন্ন প্রকৃতির মনুষ্যের নিকট হইতে বিভিন্ন প্রকার উপদেশ অনুসারে কার্য্য করা অনুচিত। অকৃত্রিম বন্ধু ভিন্ন প্রায়

অনেকেই স্বার্থসিদ্ধি বাসনায় স্বকপোল-কল্পিত-প্ররোচনায় মুগ্ধ করিয়া থাকে। অথবা যিনি উপদেশ-প্রার্থীর হৃদয় মন্দিরে প্রবেশ করিতে পারেন নাই, তাঁহার উপদেশ স্বার্থশূন্য হইলেও কোন উপকারে আইসে না। যেমন কোন বিচক্ষণ চিকিৎসক রোগ বিশেষ আরাম করিতে পারিলেও রোগীর ধাতু বিষয়ে অনভিজ্ঞতা হেতু, তাহাকে অবশেষে শমন সদনে প্রেরণ করেন, তেমনি উপদেশ-প্রার্থীর হৃদয়-কবাট উদ্ঘাটিত করিতে না পারিয়াও, যিনি তন্মধ্যে প্রবেশ করিতে চেষ্টা পান, তাঁহার সমুদয় চেষ্টা ব্যর্থ হইয়া যায়। সুতরাং যে কোন ব্যক্তির উপদেশ গ্রহণ অবিধেয়। কেবল এক অকৃত্রিম সুহৃদের বাক্যে কর্ণপাত ও তদুপদেশানুযায়ী কার্য্য করা কর্ত্তব্য।

বন্ধুর দুঃখে দুঃখী ও সুখে সুখী হওয়া বন্ধুর একান্ত কর্ত্তব্য কর্ম্ম। বন্ধুর জীবন ও স্বীয় জীবনে কোন পার্থক্য করা বিধেয় নহে। সে যখন যে কার্য্য করে, তখন সেই কার্য্যেই অংশ গ্রহণ করিতে হইবে। সে যখন যে অবস্থায় পতিত হইবে আপনাকে তখন সেই অবস্থায় পতিত মনে করিতে হইবে। বন্ধুর এই প্রকার কার্য্য দ্বারা বন্ধুত্বের অবিশ্লকতা প্রমাণিত হইয়া থাকে। বন্ধু ব্যতীত মানব কিদৃশ দুরবস্থায় পতিত হইত, বন্ধু না থাকিলে নিজের অভাব কতদূর বর্দ্ধিত হইত, বন্ধুর কার্য্যাবলী একবার চিত্তপটে অঙ্কিত করিলেই, সে সমুদয় সুন্দররূপে হৃদয়ঙ্গম হইয়া থাকে। অনেকে বলেন, বন্ধু নিজের আকার ভেদ মাত্র। বস্তুতঃ বন্ধু নিজ অপেক্ষাও উৎকৃষ্ট পদার্থ। মানব অনেক প্রকার বাসনা সিদ্ধি করিবার পূর্ব্বেই পরলোক গমন করে। কখন কখন প্রিয়তম কার্য্য অসম্পূর্ণ পড়িয়া থাকে, কখন বা পুত্র পরিজন অকুল সাগরে ভাসমান হয়। কিন্তু অকৃত্রিম বন্ধু রাখিয়া মরিতে পারিলে, এই সমুদয়ের জন্য এক তিলও ভাবিতে হয় না। সুতরাং কার্য্য বিষয়ে মানব দুইজনের বল ধারণ করে। মনুষ্যকে এককালে একস্থানে আবদ্ধ থাকিতে হয়।

কিন্তু বন্ধুর দ্বারা বিভিন্ন বিষয় সমাধান করিতে পারা যায়। এরূপ অনেক বিষয় আছে যাহা প্রকাশ করা যায় না। নিজ গুণকীর্ত্তন নির্লজ্জের কর্ম্ম। নিজে ভিক্ষা বা প্রার্থনা করা অতিশয় কষ্টকর। কিন্তু এ সমুদয় বন্ধুদ্বারা প্রকাশ করিলে কোনরূপ অভদ্রতা দেখান হয় না। অনেক বিষয় আত্মীয় স্বজনের নিকট গোপন রাখিতে হয়। পুত্রের নিকট পিতার ন্যায়, ভার্য্যাসমীপে স্বামীর ন্যায় ও শত্রুসন্নিধানে সন্ধি অনুযায়ী, বাক্যালাপ করিতে হয়। কিন্তু যে বিষয় পিতা, মাতা, ভ্রাতা, পত্নী বা পুত্রের নিকট প্রকাশ করিতে শঙ্কা বা লজ্জার উদ্রেক হয়, তাহা অসঙ্কুচিত চিত্তে বন্ধুর নিকট প্রকাশ করা যাইতে পারে। বন্ধুত্বের এই অশেষ গুণ দৃষ্টে যাঁহার ইহা লাভের বাসনা জন্মে না, তিনি সংসারের উপযোগী নহেন।

অধ্যাপক ৺ বিনয়েন্দ্রনাথ সেন। *

(১)

হের অপরূপ, বিনয়ের রূপ, কে তাহে উপমা দিবে।
প্রেম উছলিত, নয়ন যুগল, শান্তি-ধন যাচে সবে॥
মথিয়া লাবণ্যসিন্ধু, নিঙ্গাড়িয়া শরদিন্দু, সুধা সাঁচে গড়া মুখ খান।
আনন্দে পূরিত তনু, কদম্ব-কেশর জিনি, বাহু তুলি প্রীতি সম্ভাষণ॥
সখ্যে প্রিয়সখা, দাস্যে দাস লেখা, বাৎসল্যে বালক প্রায়।
না জানি কি ভাবে, হইয়া মগন, অন্তরে কারে জপয়॥
যে রূপ যে গুণ, শিক্ষা অনুপম, যে পূত চরিত দেখি।
হেন লয় মনে, তাহার ভাবনা, সদাই অন্তরে রাখি॥

---

* জন্ম ২৫শে সেপ্টেম্বর, ১৮৬৮। মৃত্যু ১৫ই এপ্রিল, ১৯১৩।

(২)

আর না হেরিব, প্রসর কপালে, কুঞ্চিত কেশের সাজ।
আর না হেরিব, সোণার কমলে, নয়ন খঞ্জন নাচ॥
আর না মিলিবে, বিধান মন্দিরে, ভকত জনেরে লয়ে।
আর না শুনিব, সমিতি ভবনে, আর না দেখিব চেয়ে॥
আর কি ভুভাই, মোহিত বিনয় হইবেন এক ঠাঁই।
বিনয় করিয়া, ফুকরি সদাই, বিনয় কোথায় পাই?

কীর্ত্তিশৈল। *

"অহো! সৎলোকের জীবন কি সুধাময়। তাঁহাদের সঞ্জীবনী শক্তিতে আমাদের মৃত প্রাণও জীবিত হইয়া উঠে। তাঁহারা এ নশ্বর ভুবন পরিত্যাগ করিয়াছেন। তাঁহাদের দেহ পঞ্চভূতে মিশিয়া গিয়াছে। তথাপি তাঁহাদের পবিত্র প্রাণের এমন এক অলৌকিক মাধুর্য্য যে যখনই তাঁহাদের বিষয় চিন্তা করা যায়, তখনই মনে এক প্রকার অপরূপ ধর্ম্ম ভাবের উদয় হইয়া থাকে। আত্মা ক্রমশঃ উন্নতির দিকে ধাবিত হয় এবং তাঁহাদের ন্যায় কীর্ত্তিশিখরে আরোহণ করিতে এইরূপ বাসনা জন্মে।" এইরূপ চিন্তার প্রাবল্যে শরীর অবসন্ন হইয়া আসিল। মুহূর্ত্ত মধ্যে তন্দ্রা আবির্ভূত হইয়া বাহ্য জগৎ হইতে মন অপসারিত করিল। স্বপ্ন তন্দ্রার চির সহচর। স্বপ্ন আমাকে এক অভিনব রাজ্যে লইয়া চলিল।

এই ভূভাগটী বহুদুর বিস্তৃত এবং অসংখ্য জনমানব সমাকীর্ণ। ইহার মধ্যভাগে এক প্রকাণ্ড পর্ব্বত মেঘমালা ভেদ করিয়া উত্থিত হইয়াছে। এই অচলের পার্শ্বদেশ অতিশয় বন্ধুর। মানব ব্যতীত অন্য কোন প্রাণী

---

* ৺অক্ষয়কুমার দত্ত মহাশয়ের "স্বপ্নদর্শন"এর ন্যায় এই প্রবন্ধের কিয়দংশও য়্যাডিসনের প্রসঙ্গ বিশেষ হইতে গৃহীত।

তদুপরি আরোহণ করিতে সমর্থ নহে। আমি পর্ব্বতের পাদমূলে দণ্ডায়-মান আছি, এমন সময় শিখর দেশ হইতে অকস্মাৎ সুমধুর রবে বংশীধ্বনি হইতে লাগিল। শ্রবণ করিয়া আমার হৃদয় অনির্ব্বচনীয় সুখে আপ্লুত হইল।

বোধ হইল যেন ইহলোক ছাড়িয়া কোন অপূর্ব্ব জরামরণশূন্য অনন্ত ধামে আসিয়াছি। এখানে পার্থিব ভাব আধ্যাত্মিক ভাবের নিকট পরাজিত। চতুর্দ্দিকে দৃষ্টি করিয়া মন আনন্দরসে ডুবিয়া গেল।

দেখিলাম যে অনেকের কর্ণে এ সুধামাখা স্বর প্রবেশ করে নাই। যদি বা প্রবেশ করিয়া থাকে তাহা অধিকক্ষণ স্থান পায় নাই। ইহা দেখিয়া মনে অতিশয় বিস্ময় জন্মিল। হঠাৎ পশ্চাদ্ভাগে দৃষ্টি নিক্ষেপ করাতে দেখিতে পাইলাম এক অপরূপ দেবতা দণ্ডায়মান। তিনি বলিলেন 'আমি তোমার বিস্ময়ের কারণ অবগত করাইতেছি, শ্রবণ কর।' এই যে শ্যামল শস্যপূর্ণ অনন্তক্ষেত্র দেখিতেছ, ইহার নাম "কর্ম্মভূমি"। ঐ পর্ব্বতের নাম "কীর্ত্তিশৈল" এবং উহার অধিষ্ঠাত্রী দেবতার নাম "কীর্ত্তিদেবী" আমার নাম "প্রজ্ঞা"। আমি তাঁহার একজন সহচরী। আমাকে প্রাপ্ত হইলে তাঁহার প্রসাদ অনায়াসে লাভ করা যায়। এই জনসমূহ বংশীধ্বনির প্রতি মনোযোগ না দিয়া ঐ যে তিনটী ছদ্মবেশী গন্ধর্ব্বের বাক্যে সাতিশয় মনোনিবেশ করিতেছে, তাহা-দিগের নাম "আলস্য," "অজ্ঞান" ও "আমোদ"। পর্ব্বতের পার্শ্বে যে তিনটী ক্ষুদ্র শৈল দেখিতেছ, উহাদের মধ্যে রমণীয় কানন, ক্ষুদ্র স্রোতস্বতী ও বিচিত্র হর্ম্ম্যাবলী বিদ্যমান। তাহারা প্রাসাদের উচ্চতলে উপবেশন করিয়া সর্ব্বকালের ও সর্ব্বস্থানের বিমুগ্ধ মানবগণের হৃদয়াসন অধিকার করিতে চেষ্টা করিয়া থাকে এবং প্রায়ই সফল-মনোরথ হয়। ঐ দেখ অকর্ম্মণ্য ক্ষীণবুদ্ধি হীনস্বভাব ব্যক্তিরা তাহাদের স্তোভ-বাক্যে মুগ্ধ হইয়া গন্তব্য পথ হইতে নিবৃত্ত হইল।"

"কিন্তু উন্নতমনা পবিত্রহৃদয় দূরদর্শী ব্যক্তিরা ঐ প্রতারকত্রয় এবং উহাদের উপাসকদিগকে ঘৃণার সহিত পশ্চাতে পরিত্যাগ করিয়া দ্বিগুণ উৎসাহে পর্ব্বতাভিমুখে অগ্রসর হইলেন। যতই গমন করিতে লাগিলেন, বংশীধ্বনি ততই সুমধুর বলিয়া বোধ হইতে লাগিল এবং উৎসাহও ততোধিক বর্দ্ধিত হইয়া উঠিল। অবশেষে তাঁহারা বংশীধ্বনি অনুসরণ করিয়া শৈলারোহণে যত্নপর হইলেন। প্রত্যেকেই পর্ব্বতা-রোহণোপযোগী কোন না কোন বস্তু সঙ্গে লইয়াছিলেন। অনেকে নিষ্কোষিত তরবারী, কেহ লেখনী, কেহ দিগ্‌দর্শন, কেহ দূরবীক্ষণ, কেহ বা শিল্পতূলিকা হস্তে অগ্রসর হইয়াছিলেন। কাহারও মস্তকে কিরীট, কাহারও পদে দিব্য বিনামা, কেহ বা শূন্য মস্তকে শূন্যপদে গমন করিতে লাগিলেন। সংক্ষেপে, তাঁহারা শিল্প, বিজ্ঞান, সাহিত্য, দর্শন ও ধর্ম্মরাজ্য হইতে সর্ব্বপ্রকার সুফলপ্রদ সামগ্রী সংগ্রহ করিয়া স্বীয় স্বীয় গন্তব্য পথে অগ্রসর হইলেন। আমার মঙ্গলাকাঙ্খিণী দেবী আমাকেও তাঁহাদিগের সহিত গমনে উৎসুক দেখিয়া হৃষ্টচিত্তে অনুমতি প্রদান করিলেন এবং দয়ার্দ্র হইয়া সঙ্গে করিয়া লইয়া চলিলেন। যাত্রীরা নানা পথ অবলম্বন করিয়া চলিল। অনেকে এরূপ সংকীর্ণ পথ ধরিল যে তাহা কিয়ৎ দূর গিয়াই শেষ হইয়া গেল। তাহাদের ভাগ্যে আর পর্ব্বতারোহণ ঘটিল না। এই পথগামিগণের মধ্যে অনেকেই "শিল্প-ব্যবসায়ী।"

আর একদল পর্ব্বতশিখরস্পর্শী এক দুর্গম পথ অবলম্বন করিয়া অগ্রসর হইতে ছিলেন। কিন্তু প্রায়ই দিগ্‌ভ্রম ও পদস্খলন হওয়ায় যে টুকু অগ্রসর হইয়াছিলেন তাহার তিনগুণ পথ অধোগমন করিলেন। এইরূপ ক্লেশ তাঁহাদিগের মানসিক কি শারীরিক ন্যূনতার ফল নহে। উহা তাঁহাদিগের অনুপযুক্ত পথ নির্ব্বাচনের ফল। শুনিলাম ইহাঁরা "রাজনীতি-ব্যবসায়ী।"

দেখিতে দেখিতে আমরা অনেক দূর অগ্রসর হইলাম। কিয়ৎদূর গমনের পর পর্ব্বতপার্শ্ববর্ত্তী পথগুলি দুই প্রধান পথে মিলিত হইয়াছে। পথিকেরাও ক্রমে একত্রিত হইয়া এই দুই পথ ধরিয়া চলিল; পথদ্বয়ের প্রত্যেকের প্রবেশদ্বারের অনতিদূরে এক এক ভীষণকায় রাক্ষস দণ্ডায়মান ছিল। তাহাদের একজনের হস্তে এক প্রকাণ্ড ধনুঃ ও অগণিত তূণ। সে যদৃচ্ছাক্রমে যাত্রীদিগের উপর শরবৃষ্টি করিতে লাগিল। পথিকেরা তাহাকে দেখিবামাত্র "মৃত্যু" "মৃত্যু" বলিয়া আর্ত্তনাদ করিয়া উঠিল। অপর রাক্ষসটির নাম "দ্বেষ"। যদিও তাহার হস্তে কোন মৃত্যুশর ছিল না তথাপি ভয়াবহ চীৎকার, তীব্র পরিবাদ ও বিকট মুখভঙ্গী করিয়া অনককেই এরূপ নিরাশ ও ভগ্নমনোরথ করিল যে তাহাকে মৃত্যু অপেক্ষা ভীষণ বলিয়া বোধ হইতে লাগিল। এই ভয়াবহ দৃশ্য দেখিয়া আমি যুগপৎ বিস্ময় ও আতঙ্কে অভিভূত হইলাম। কিন্তু বংশীধ্বনি নিকটবর্ত্তী হওয়ায় দ্বিগুণ উৎসাহে উৎসাহিত হইয়া উঠিলাম এবং ক্রমশঃ হৃদয় হইতে ভয় অন্তর্হিত হইয়া গেল।

কৃপাণ-কর ব্যক্তিগণ অমিততেজে, দর্প সহকারে মৃত্যু অধিকৃত পথে গমন করিলেন। অবশিষ্ট চিন্তাশীল ব্যক্তিরা ধীরপদবিক্ষেপে, দ্বেষশাসিত পথ ধরিয়া চলিতে লাগিলেন। রাক্ষসদ্বয়কে পরিত্যাগ করিয়া আসিবার পর পথ দুইটি সরল, সমতল ও অতিশয় প্রীতিপ্রদ বলিয়া বোধ হইতে লাগিল। আমি দ্বিতীয় পথে গমন করিয়াছিলাম। অবশেষে নানা বাধা বিপত্তির পর আমরা সকলে পর্ব্বতশিখরে আরোহণ করিলাম। এক সুস্নিগ্ধ হিল্লোলে আমাদের সর্ব্বাঙ্গ সুশীতল হইল। এক প্রকার নীল-লোহিত বর্ণ সমুদয় প্রান্তর প্রদেশ আলোকিত করিয়া তুলিল। সেই আলোকে সকলে অতীত কার্য্যাবলী স্মরণ করিয়া অপার আনন্দ অনুভব করিলেন। আনন্দচ্ছটা তাঁহাদের বদনমণ্ডলে প্রতিভাত হইয়া লোকারণ্যে এক অনুপম শোভা বিকীর্ণ করিল।

এই প্রকৃতির লীলাভূমির মধ্যভাগে এক প্রকাণ্ড হর্ম্ম্য বিরাজিত। তাহার চারিটী দ্বার পৃথিবীর চারি খণ্ডের নিমিত্ত উন্মুক্ত রহিয়াছে। পর্ব্বতাধিষ্ঠাত্রী কীর্ত্তিদেবী, তাঁহার সেবকদিগকে প্রফুল্ল করিবার নিমিত্ত, প্রসাদের মধ্যভাগে সুরম্য সিংহাসনে উপবেশন করিয়া সুমধুর রবে বংশীধ্বনি করিতেছিলেন। অকস্মাৎ এই বংশীধ্বনি নানা যন্ত্র নিনাদে পরিণত হইল। চতুর্দ্দিক হইতে মনোহর বাদ্য ও সঙ্গীত নিনাদে দিগ্‌দেশ পরিপূর্ণ হইয়া গেল। নৈসর্গিক আনন্দোচ্ছাস সকলেরই মুখ মণ্ডলে ক্রীড়া করিতে লাগিল। এমন সময়ে হঠাৎ বদ্ধ দ্বারগুলি খুলিয়া গেল। চারি দ্বার দিয়া চারি মহাদেশ হইতে অমিততেজা, সুন্দরকান্তি, মহাবল বীরপুরুষগণ আগমন করিতে লাগিলেন।

আমি সেই জীবসাগর মধ্যে সামান্য জলকণাবৎ প্রতীয়মান হইতে লাগিলাম। সেই মানবতরঙ্গ গণনা করে কাহার সাধ্য? তথাপি আমি যতদূর পারি বলিতে চেষ্টা করিব।

ত্রিপুর, বৃত্র, হিরণ্যাক্ষ, হিরণ্যকশিপু, তারক, প্রভৃতি অসুর বীর; ইন্দ্রজিৎ, অতিকায়, বীরবাহু, কুম্ভকর্ণ, রাবণ, তরণী প্রভৃতি রক্ষোবীর; তক্ষক, কর্কটক প্রভৃতি নাগবীরগণ দলে দলে হর্ম্ম্যমধ্যে প্রবেশ করিতে লাগিলেন। ইঁহারা সকলেই পৌরাণিক প্রকোষ্ঠে স্থান গ্রহণ করিলেন।

তৎপর বীরপ্রবর রঘু, দশরথ, রামচন্দ্র, লক্ষ্মণ, প্রভৃতি সূর্য্যকুল ধুরন্ধরগণ; ভীষ্ম, অর্জ্জুন, ভীম, কর্ণ, দুর্য্যোধন, অভিমন্যু বভ্রুবাহন প্রভৃতি চন্দ্রবংশোদ্ভব বীরগণ; পরশুরাম, দ্রোণাচার্য্য, কৃপাচার্য্য প্রভৃতি ব্রাহ্মণ বীরমণ্ডলী আগমন করিয়া নির্দ্দিষ্ট স্থানে উপবেশন করিলেন। ইঁহাদের নিমিত্ত পৌরাণিক-ঐতিহাসিক প্রকোষ্ঠ নির্দ্দিষ্ট হইয়াছিল।

পরে, চন্দ্রগুপ্ত, মহানন্দ, অশোক, বিক্রমাদিত্য, শালিবাহন, পৃথ্বী-

রাজ, সংগ্রামসিংহ, প্রতাপসিংহ, শিবজী প্রভৃতি ঐতিহাসিক বীর-পুরুষেরা উপস্থিত হইয়া স্বীয় স্বীয় যশঃ গৌরবে দশদিক্ পরিপূরিত করিলেন। সর্ব্বশেষে তিনটী মহাজনের মূর্ত্তি দৃষ্টিগোচর হইল। প্রথমে একজন অমিততেজা, একচক্ষুহীন, তীক্ষ্ণবুদ্ধি পুরুষ উপস্থিত হইলেন। তাঁহার নাম রণজিৎ সিংহ। তিনি নাকি আফগানিস্থানের সুদূর প্রান্ত হইতে পঞ্চ নদের শেষসীমা পর্য্যন্ত স্বীয় রাজ্য বিস্তৃত করিয়াছিলেন। তিনি অতিশয় মিত্র-পরায়ণ ছিলেন। পরে দুই বাঙ্গালী বীরপুরুষ আগমন করিয়া স্বীয় জন্মভূমির গুণগান করিতে লাগিলেন। একের নাম প্রতাপাদিত্য, অপরের নাম সীতারাম। এই বাঙ্গালী বীরদ্বয় অদূরে অস্তমিতপ্রায় তারকার ন্যায় শোভা পাইতে ছিলেন। মহাবীর প্রতাপ আকবরের প্রধান সেনাপতি মানসিংহের সম্মুখীন হইয়া স্বীয় পরাক্রমের পরিচয় দিয়াছিলেন। অমিততেজা সীতারাম বাঙ্গালার নবাবের সহিত যুদ্ধ করিয়া কয়েকবার তাঁহাকে পরাজিত করেন। পরে একটী ক্ষুদ্র স্বাধীন রাজ্য স্থাপন করিয়াছিলেন। কিন্তু বিলাসিতা তাঁহার কাল হইয়া চিরসঞ্চিত আশা প্রদীপ নির্ব্বাপিত করিয়া দিয়াছিল। কীর্ত্তিদেবী তাঁহার এই বীর পুত্রদ্বয়ের ভূয়সী প্রশংসা করিলেন।

পরে, রস্তম, খালেদ, বাবর, সেরসা, আকবর, আরঙ্গজেব প্রভৃতি ইস্‌লাম বীরগণ আগমন করিয়া যথাযোগ্য আদর প্রাপ্ত হইলেন। সর্ব্বাপেক্ষা মোগল রত্ন আকবরই কীর্ত্তিদেবীর যশোভাজন হইলেন।

ওদিকে অন্য দ্বার দিয়া পাশ্চাত্য বীরগণ আগমন করিলেন। সর্ব্ব প্রথমে আলেকজেণ্ডার প্রবেশ করিয়া বলিলেন যে "প্লুটার্ক ও আরিয়ান নামক দুই মহাত্মার সাহায্য প্রাপ্ত না হইলে আমি এই ঐতিহাসিক বীরমণ্ডলীর মধ্যে উপস্থিত হইতে পারিতাম না। কারণ কুইন্‌টাস্ ও কার্টাইস নামক দুই ছদ্মবেশী আমাকে পৌরাণিক বীর প্রকোষ্ঠে লইয়া যাইতেছিল। আমি দ্বারদেশ হইতে পৌরাণিক

বীরমণ্ডলীর মধ্যে হারকিউলিস নামক মহাত্মাকে সর্ব্বোচ্চ আসন গ্রহণ করিতে দেখিলাম। তাঁহার দক্ষিণ পার্শ্বে একিলিস ও ইউলিসিস, এবং তাঁহাদের মধ্যভাগে ইনিস উপবিষ্ট ছিলেন।”

“হারিকিউলিসের বামে হেকটর, থিসিয়স ও জ্যাসনকে দেখিলাম। বহুসংখ্যক বীরমণ্ডলীর পরে, ইংলণ্ড নামক স্থান-বাসী স্বদেশ প্রেমিক রবিন হুড এবং অর্থর নামক বীর পুরুষদ্বয় উপবেশন করিয়াছিলেন। আমি অতীতকালের বর্ব্বর ইতিহাসে উল্লিখিত হইতে বাসনা করি না। আমাকে নবদলের নেতৃত্ব পদে বরণ করুন।” কীর্ত্তিদেবী “তথাস্তু” বাক্য উচ্চারণ মাত্র সীজর, দরায়ুস, কেটো, নেপোলিয়ন ও হানিবল আগমন করিয়া কেহ আলেকজেণ্ডারের বামে কেহ বা দক্ষিণে আসন গ্রহণ করিলেন। সীজর, নেপোলিয়ান ও হানিবলকে অনেক ঐতিহাসিক পরিচিত করিয়া দিতে অগ্রসর হইল। কিন্তু তাঁহারা তাহাদের বাক্যে কর্ণপাত না করিয়া স্বীয় স্বীয় গুণে পরিচিত হইতে বাসনা প্রকাশ করিলেন। কীর্ত্তিদেবী এই বীর পুরুষ ত্রয়কে স্বীয় স্বীয় অতীত দুঃখ বিস্মৃত হইতে বলিয়া আলেকজেণ্ডারের নিম্নেই আসন প্রদান করিলেন। তৎপরে, সিপিও, লিউনিডাস, পিটার, ফ্রেডরিক, প্রভৃতি বীরগণ আগমন করিয়া কীর্ত্তিদেবীর অনুগ্রহ ভাজন হইলেন। সর্ব্বশেষে ইংলণ্ড হইতে নেলসন এবং আমেরিকা হইতে ওয়াসিংটন মন্দির মধ্যে প্রবেশ করিয়া নেপোলিয়নের বামে ও দক্ষিণে উপবেশন করিলেন।

পরে আর একদল বিভিন্ন প্রকৃতির বীর পুরুষ আসিতে দেখা গেল। তাঁহারা স্বদেশের নিমিত্ত প্রাণ উৎসর্গ করিয়াছিলেন।

স্বীয় স্বীয় জন্মভূমিই তাঁহাদের একমাত্র উপাস্য দেবতা। ইটালীর উদ্ধার কর্ত্তা ম্যাটসিনি ও গ্যারিবল্ডি, সুইসবীর উইলিয়ম্ টেল্, পোলাণ্ডবীর কোসিয়োস্ক, কোর্সিকাবীর পেওলি, রোমকবীর ব্রুটাস, তাঁহাদের মধ্যে

সর্ব্বপ্রধান। ভারত রণবীর প্রতাপসিংহ পুরু ও পৃথ্বিরাজও এই শ্রেণীর অন্তর্ভূত। তাঁহারা যুদ্ধবীরগণাপেক্ষা সমধিক সমাদৃত হইলেন।

শস্ত্রধারীগণের পার্শ্বে আর একপ্রকার যোদ্ধা দেখিয়া বড়ই আনন্দিত হইলাম। তাঁহারা রণভূমে আহতদিগের শুশ্রূষায় ব্যস্ত। তাঁহাদের নেতা মিস্ ফ্লোরেন্স নাইটেনগেল। জগৎহইতে যুদ্ধ যাহাতে তিরোহিত হয়, সাম্যমতের উপাসক রুসদেশীয় কাউণ্ট টলষ্টয়কে দেখিয়া ভক্তিভরে প্রণত হইলাম। দয়ার সাগর বিদ্যাসাগরের সহিত কারারুদ্ধদিগের ক্লেশ-নিবারক হাউয়ার্ডের সৌহার্দ্দ দেখিয়া সুখী হইলাম।

পাঠক! আসুন, এক্ষণে শস্ত্র-জগৎ পরিত্যাগ করিয়া শাস্ত্র-জগতের প্রতি দৃষ্টিনিক্ষেপ করি। তথায় সাহিত্য ক্ষেত্রে পরিচিত সর্ব্বপ্রকার বীরমণ্ডলী রত্ন-সিংহাসনে উপবিষ্ট। তাঁহারা রণবীরগণ অপেক্ষা সহস্রগুণে শোভা পাইতেছেন। সুমধুর স্বর, আনন্দোৎফুল্ল লোচন ও সুধাকরবিনিন্দিত বদন দর্শনে তাঁহাদিগকে প্রীতির প্রস্রবণ, প্রেমের উৎস ও সরলতার লীলাভূমি বলিয়া বোধ হয়। কল্পনা, গবেষণা প্রভৃতি সহচরীগণে পরিবৃত হইয়া স্বগায় জ্যোতিতে চতুর্দ্দিক আলোকিত করিতেছিলেন। পূর্ব্বোক্ত রণবীরগণের ন্যায় তাঁহাদিগকে ঐতিহাসিক-দিগের সাহায্য গ্রহণ করিতে হয় নাই। তাঁহারা নিজ নিজ কীর্ত্তিকেতন হস্তে অগ্রসর হইয়াছিলেন। দ্বারিগণ দূর হইতে তাঁহাদিগকে দেখিবা-মাত্র সসম্ভ্রমে পথ প্রদর্শন করিয়াছিল। ঐ পণ্ডিতমণ্ডলীর মধ্যে দুই শ্বেতশ্মশ্রুধারী দিব্যাকৃতি রমণীয়দর্শন পুরুষ দৃষ্টিগোচর হইলেন। তাঁহারা স্বীয় প্রভাবে সর্ব্বাপেক্ষা অধিকতর যশঃকিরণে উজ্জ্বল ও রমণীয় বোধ হইতেছিলেন।

শুনিলাম একজনের নাম বাল্মীকি, অন্যের নাম ব্যাস। বাল্মীকির হস্তে এক প্রকাণ্ড পুস্তক। তাঁহার সেই সুমধুর গ্রন্থ পূর্ব্বোক্ত হিন্দু-বীরগণের অনেককে কীর্ত্তিদেবীর সকাশে যশঃভাজন করিয়াছিল।

তিনিই প্রথমে কবিত্ব সুধারসে জগৎকে বিমুগ্ধ করেন। অন্য মহা-পুরুষের পার্শ্বে কতকগুলি গ্রন্থ স্তূপাকারে সজ্জিত। স্বীয় প্রতিভাবলে ইতিহাস ও কাব্য একসূত্রে গাঁথিয়া মহাভারত নামক এক অপূর্ব্ব গ্রন্থের সৃষ্টি করিয়াছেন। তাঁহার অমৃতময় লেখনীর দ্বারা ভারতে এক নব যুগের আবির্ভাব হয়।

ভগবান্ বাল্মীকি ও বেদব্যাস নক্ষত্ররাজি বেষ্টিত বৃহস্পতি ও শুক্র গ্রহের ন্যায় দীপ্তি বিকাশ করিতে লাগিলেন। কবিগুরু বাল্মীকির দক্ষিণ পার্শ্বে এক কমনীয় মূর্ত্তি, প্রিয়দর্শন যুবক সর্ব্বাঙ্গ বিচিত্র বসনে ভূষিত করিয়া উপবিষ্ট রহিয়াছেন। তাঁহার গলদেশে স্বর্গীয় কুসুম দামের এক অপূর্ব্ব বৈজয়ন্তি হার। উহা নাকি কবিতা প্রসূন রচিত। বাল্মীকি সাদরে তাঁহাকে কীর্ত্তিদেবীর নিকট আনয়ন করিয়া তাঁহার যশোগান করিলেন। কারণ এই দেবোপম পুরুষ আদিগুরু প্রদর্শিত পথে গমন করিয়া পূর্ব্বে তাঁহার মহিমা কীর্ত্তন করিয়াছিলেন। ইনি নাকি উজ্জয়িনীরাজ বিক্রমাদিত্যের প্রধান সভাসদ্ ছিলেন। বাল্মীকি বলিলেন,—"ইঁহার দক্ষিণ পার্শ্বে যে বররুচি, বেতাল ভট্ট, ক্ষপণক, প্রভৃতি গ্রন্থকার-রত্ন দেখিতেছেন, ইনি উহাদের মধ্যে সর্ব্বপ্রধান। বিবিধ কাব্যকুসুম রচিত বিচিত্র হার কণ্ঠে ধারণ করিয়া আজ ইঁহার অপূর্ব্ব শোভা হইয়াছে। এই অনুপম সৌন্দর্য্যে সকলেই বিমোহিত। ইনি আমার সেবক হইলেও নিজগুণে আমার সমকক্ষ হইয়াছেন।" বাল্মীকির বামে মাঘ, ভারবি, ভবভূতি, শ্রীহর্ষ, জয়দেব, দণ্ডী, বাণভট্ট, প্রভৃতি সুধীমণ্ডলী চক্রাকারে উপবিষ্ট ছিলেন। তাঁহারা স্ব স্ব রচিত পুষ্পস্তবক হস্তে লইয়া, কখন আঘ্রাণ, কখন ইতস্ততঃ সঞ্চালন, কখন বা পরস্পরের সহিত কিয়ৎক্ষণের জন্য বিনিময় করিতেছিলেন। কালি-দাসের বাম পার্শ্বে কয়েকটী বঙ্গীয় কবি দেখিতে পাইলাম। তাঁহারা একটী একটি পুষ্পকলিকা হস্তে লইয়া শ্রেণীবদ্ধভাবে উপবিষ্ট। বিদ্যা-

পতি, চণ্ডীদাস, কবিকঙ্কণ, ঘনরাম, কৃত্তিবাস, কাশীরাম ও ভারতচন্দ্র পরস্পর আলাপে মগ্ন রহিয়াছেন। তাঁহাদের সন্নিকটে মধুসূদন, তারাশঙ্কর, ঈশ্বরচন্দ্র হরিশ্চন্দ্র, মদনমোহন, বঙ্কিমচন্দ্র, হেমচন্দ্র, নবীনচন্দ্র, বিহারিলাল, কালীপ্রসন্ন, চন্দ্রনাথ, রজনীকান্ত, রঙ্গলাল, সঞ্জীবচন্দ্র, দ্বারকানাথ প্রভৃতি সুধীমণ্ডলী পাশ্চাত্য ও স্বদেশীয় ভাব মিশ্রিত সুধাপাত্র হস্তে উপবিষ্ট। ব্যাসদেবের বামভাগে পাণিনি, বোপদেব প্রভৃতি বৈয়াকরণিক, মন্মথভট্ট, জগন্নাথ পণ্ডিত, বিশ্বনাথ কবিরাজ প্রভৃতি প্রসিদ্ধ অলঙ্কার-শাস্ত্র প্রণেতা, অমরসিংহ, হেমচন্দ্র প্রভৃতি কোষকার, এবং মল্লিনাথ, আনন্দগিরি, শ্রীধরস্বামী, প্রেমচাঁদ তর্কবাগীশ প্রভৃতি টীকাকারগণ বিচিত্র রত্নাসনে উপবেশন করিয়া স্বীয় স্বীয় অদ্ভূত যন্ত্র প্রদর্শন করিতেছিলেন। আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে ঐ যন্ত্রগুলির সাহায্য ব্যতীত পূর্ব্বোক্ত মনীষিগণের ভাণ্ডারে প্রবেশ করা যায় না।

সাহিত্য সাগরের সহিত আর একটী অনন্ত জলধির সম্মিলন হইয়াছে। তাহার নাম গণিত। জ্যোতিষ নামক এক প্রকাণ্ড বৃক্ষ তন্মধ্য হইতে উত্থিত হইয়াছে। এই জলনিধির মধ্যে অসংখ্য দেবতা ক্রীড়া করিতেছেন। ব্রহ্মগুপ্ত, আর্য্যভট্ট, বরাহমিহির, ভাস্করাচার্য্য লীলাবতী প্রভৃতি অতি প্রাচীন দেবতাগণ তথায় প্রগাঢ় ধ্যানে মগ্ন। তাঁহারা অতিশয় চিন্তাশীল ও গম্ভীর প্রকৃতি।

হঠাৎ আর একটী দ্বার উদ্‌ঘাটিত হইল। দেখিলাম য়ুনানী মণ্ডলের সমুদয় মনীষিগণ দুই দলে বিভক্ত হইয়া আগমন করিতেছেন। তাঁহাদের এক দলের হস্তস্থিত কেতনে "সাহিত্য," অন্য দলের পুরোভাগস্থিত পতাকায় "গণিত—বিজ্ঞান" এই কয়েকটী শব্দ স্বর্ণাক্ষরে লিখিত। প্রথম দলের নেতার নাম "হোমার," দ্বিতীয় দলের নেতার নাম "নিউটন"।

তাঁহারা স্ব স্ব পরিচায়ক যন্ত্র হস্তে দেবীর গুণগান করিয়া যথা

নির্দ্দিষ্ট আসনে উপবেশন করিলেন। কীর্ত্তিদেবী তাঁহাদিগকে যথাযোগ্য সম্ভাষণ করিয়া প্রাচীন কবিগুরু বাল্মীকিকে পাশ্চাত্য কবিগুরু হোমারের সহিত পরিচিত করিয়া দিলেন। হোমারের দুই পার্শ্বে দুই বিভিন্ন প্রকৃতির পুরুষ দৃষ্ট হইল। ভার্জ্জিল নামে এক সৌম্যাকৃতি, মহাজন একটী সুন্দর প্রস্ফুটিত পদ্ম তাঁহার গুরু হোমারকে উপহার প্রদান করিলেন। হোমার সৌজন্য সহকারে প্রসূনটী গ্রহণ করিয়া স্বীয় দুই সুপক্ক রসাল ফল তাঁহাকে আস্বাদন করিতে দিলেন। ভার্জ্জিল পূর্ব্বে তাহার স্বাদ গ্রহণ করিয়াছিলেন। কিন্তু এইক্ষণ ইহা অপূর্ব্ব বলিয়া বোধ হইতে লাগিল।

সিসিরো নামক অপর পুরুষটী ভার্জ্জিল হইতে সম্পূর্ণ বিভিন্ন প্রকৃতির। ভার্জ্জিল রসাত্মিকা আত্মগত-কথায় মগ্ন। কিন্তু এই দিব্য পুরুষ পরমনো-মুগ্ধকারী বাক্য কল্লোলে সভাস্থ সকলের চিত্ত অপূর্ব্ব আনন্দনীরে মগ্ন করিলেন। ইনি অতিশয় চঞ্চল এবং ইঁহার স্বর জলদের ন্যায় গম্ভীর। ইঁহার পার্শ্বে ডিমস্থিনিস নামে সমগুণাবলম্বী বাগ্মীকে দেখিতে পাইলাম। বাগ্মীপ্রবর স্বীয় বজ্র-গম্ভীর নিনাদে সকলকে অভিভূত করিতেছিলেন। এমন সময়ে এক অপরূপ পবিত্র হৃদয় মহাপুরুষ দুই সহচর সঙ্গে করিয়া চতুর্দ্দিক্ সুগন্ধে আমোদিত করিয়া সভামণ্ডপে প্রবেশ করিলেন। পরে শুনিলাম তাঁহার নাম সক্রেটীস। তাঁহার শিষ্য দুইটীর নাম প্লেটো ও জেনোফন। তাঁহাদের আগমনের কিয়ৎক্ষণ পর আরিষ্টটল্ নামক এক দার্শনিক সগর্ব্বে কীর্ত্তিমন্দিরে প্রবেশ করিলেন। সক্রেটিসের বামে জেনোফন, দক্ষিণে আরিষ্টটল্, ও তৎপার্শ্বে প্লেটোর জন্য আসন নির্দ্দেশ হইল।

সকলেই গ্রীক নীতিজ্ঞ-রত্নের প্রশংসা করিলেন। সর্ব্বশেষে পিথা-গোরাস নামক দর্শনবিৎ পণ্ডিত আগমন করিয়া অনেক তর্কের পর প্লেটোর নিম্ন-আসন-গ্রহণে স্বীকৃত হইলেন। কেহ কেহ তাঁহার

পুনর্জ্জন্ম-তত্ত্বের প্রশংসা করিলেন। তিনি পূর্ব্বজন্মে "ট্রয়"-সমরে একজন যোদ্ধা ছিলেন বলিয়া কেহ বা তাঁহাকে পৌরাণিক বীরমণ্ডলীর মধ্যে আসন গ্রহণ করিতে বল্লিলেন। কীর্ত্তিদেবী মধ্যস্থা হইয়া স্বল্প-কাল-বিগত জন্মানুসারে তাঁহাকে সম্মানিত করাই শ্রেয়স্কর মনে করিলেন।

পুরাকালের পাশ্চাত্য বীরগণ সকলেই কীর্ত্তিদেবীর সম্মানভাজন হইয়াছেন। সকলের বদনমণ্ডলে আনন্দলহরী ক্রীড়া করিতেছে। এমন সময়ে হঠাৎ চতুর্দ্দিক হইতে পুষ্পবৃষ্টি হইতে লাগিল। দুই সৌম্যমূর্ত্তি পুরুষ কতকগুলি প্রিয়দর্শন সহচর সঙ্গে করিয়া কীর্ত্তিভবনে প্রবেশ করিলেন। একজন দীর্ঘাকৃতি, বিপুল-বক্ষ, ও অতিশয় রমণীয়-দর্শন। তিনি স্বীয় প্রতিভায় জন্মভূমি ইংলণ্ডকে চিরস্মরণীয় করিয়া গিয়াছেন। শুনিলাম তাঁহার নাম সেক্ষপিয়র। অপর মহাত্মা কবি-গুরু হোমারের ন্যায় চক্ষুরত্ন হারাইয়াছেন। তাঁহার চর্ম্ম-চক্ষু নষ্ট হইলেও পরমাত্মা তাঁহার জ্ঞান-চক্ষু উন্মীলিত করিয়া দিয়াছিলেন। এই মহাত্মার নাম মিল্টন। তাঁহারা দুইজনে অপূর্ব্ব বীণাযন্ত্র করে লইয়া তত্রত্য সভ্য-মণ্ডলীর চিত্ত-বিনোদ করিতে লাগিলেন। চসার, স্পেনসার, গোল্ডস্মিথ, পোপ, ড্রাইডেন, টম্‌সন, কাউপার, স্কট, বার্ণস, শেলি, ওয়ার্ড-সওয়ারথ, কিটস্, লংফেলো, টেনিসন প্রভৃতি সঙ্গিগণ তাঁহাদের সেই অপূর্ব্ব সঙ্গীতে যোগদান করিয়া, তথায় এক অভূত-পূর্ব্ব স্বর্গীয় ভাব আনয়ন করিলেন। চতুর্দ্দিকে শান্তি লহরী ক্রীড়া করিতে লাগিল। কীর্ত্তি-দেবী প্রাচ্য কবিদিগের সহিত ইঁহাদের আলাপ করিয়া দিলেন। সেক্ষপিয়র ও কালিদাসে প্রগাঢ় বন্ধুত্ব জন্মিল। ওদিকে ভবভূতি ও মিল্টন পরস্পর প্রীতি-সূত্রে গ্রথিত হইলেন। প্রথম দলের সকলেই আনন্দিত হইয়াছেন, এমন সময়ে দ্বিতীয় দলের জয়ধ্বনি যেন অট্টালিকা ভেদ করিয়া উত্থিত হইল।

নিউটন ঐ দলের নেতৃত্ব-পদ গ্রহণ করিয়া রত্ন-সিংহাসনে উপবিষ্ট ছিলেন। তাঁহার দক্ষিণ পার্শ্বে গেলিলিও ও কোপার্নিকস, বামে কোম্‌ত ও মিল। দুই পার্শ্বে হ্যামিল্টন, ডারউইন, সিমসন প্রভৃতি আরও অনেক পণ্ডিত উপবিষ্ট থাকিয়া সভার শোভা সমধিক বর্দ্ধন করিতেছিলেন। কীর্ত্তিদেবীর প্রসাদে নিউটন ও গ্যালিলিওর সহিত ব্রহ্মগুপ্ত ও আর্য্যভট্টের অকৃত্রিম অনুরাগ জন্মিল। তাঁহারা প্রিয়-জনোচিত বাক্যালাপে নিযুক্ত আছেন, এমন সময় কীর্ত্তিদেবী হঠাৎ দণ্ডায়মানা হইলেন। তাঁহার পার্শ্বস্থ বিদ্যাধরীগণ পূর্ব্বাপেক্ষা মধুর স্বরে সঙ্গীত-সুধা বর্ষণ করিতে লাগিলেন। বাদ্য-যন্ত্র সুমধুর স্বরে বাজিতে লাগিল। এক প্রকার সুস্নিগ্ধ মারুত-হিল্লোলে মন প্রাণ সুশীতল হইতেছিল। সভাস্থ সকলেই ভক্তি ও প্রীতি-হ্রদে মগ্ন হইলেন। এমন সময় সর্ব্বাপেক্ষা বিচিত্র দ্বারটি খুলিয়া গেল। এক দল অপূর্ব্ব-জ্যোতি, প্রশান্ত-বদন, মহাপুরুষ, স্বীয় জ্যোতিতে চতুর্দ্দিক উজ্জল করতঃ হর্ম্ম্যমধ্যে প্রবেশ করিলেন। কীর্ত্তিদেবী তাঁহাদিগকে অভ্যর্থনা করিবার নিমিত্ত সহসা উত্থিত হইয়াছিলেন। সকলেই তাঁহার দৃষ্টান্ত অনুসারে সেই স্বর্গীয় মহাপুরুষদিগকে সমাদর করিলেন। তাঁহারা সর্ব্বোচ্চ প্রশস্ত সুখাসনে আসীন হইয়া যশঃসৌরভে চতুর্দ্দিক্ আমোদিত করিতে লাগিলেন। তাঁহাদের সম্মানার্থ কবিগুরু বাল্মীকি নিম্ন-লিখিত শ্লোকটি পাঠ করিলেন,

* "বাতিগন্ধঃ সুমনসাং প্রতিবাতং সদৈব হি।
ধর্ম্মজস্তু মনুষ্যাণাং বাতিগন্ধঃ সমন্ততঃ॥"

এতৎ শ্রবণে অনুভূত হইল যে, সেই সমুদয় মহাপুরুষ ধর্ম্ম-জগতের নিয়ন্তা। তাঁহারা চারি শ্রেণীতে বিভক্ত হইয়া আগমন করিয়াছেন।

* যে দিকে বায়ু প্রবাহিত হয়, সেইদিকেই কেবল পুষ্পের গন্ধ ধাবিত হয় কিন্তু ধার্ম্মিকদিগের সুযশঃ সর্ব্বত্রই প্রসারিত হয়।

প্রথম দলের নায়ক শঙ্করাচার্য্য ও শ্রীচৈতন্য ও দ্বিতীয় দলের নেতা মহম্মদ, তৃতীয় দলের গুরু বুদ্ধদেব এবং চতুর্থ দলের প্রভু, যীশুখৃষ্ট। চৈতন্য ও শঙ্করের পার্শ্বে রামানুজ, রামানন্দ, ত্রৈলঙ্গস্বামী, নানক, কবীর, গোরক্ষনাথ, তুকারাম প্রভৃতি এবং বঙ্গাগত রামপ্রসাদ, রামকৃষ্ণ পরমহংস, বিবেকানন্দ, রামমোহন, দেবেন্দ্রনাথ, বিজয়কৃষ্ণ, কেশবচন্দ্র ও প্রতাপচন্দ্র ও বিনয়েন্দ্রনাথ ; এবং খৃষ্টের সন্নিকটে মোসেস, পল, জন এবং লুথার উপবেশন করিয়াছিলেন। এই ধর্ম্মরাজ্য-স্থাপয়িতাগণের সম্মান সর্ব্বাপেক্ষা অধিক। তাঁহারা স্বীয় পবিত্র জীবন ও অলৌকিক শক্তিবলে জগতে ধর্ম্মজীবন আনয়ন করিয়াছিলেন। তাঁহাদের অভ্যুদয়ের সময়ে পাশববল ধর্ম্মবলের নিকট পরাজিত হইয়াছিল। ধর্ম্মের মৃত-সঞ্জীবনী-শক্তি পাপাত্মা মৃত-প্রায় মানবগণের উদ্ধার সাধন করিয়াছিল। তাঁহাদের পবিত্র জীবন ও মহৎ-কার্য্যাবলী জ্বলন্ত অক্ষরে কীর্ত্তিমন্দিরের দ্বারে লিখিত ছিল। তাঁহারা স্ব স্ব যশঃপ্রভাবে সভাসদ সকলের মন মুগ্ধ করিলে পর, রণবীরগণ গাত্রোত্থান পূর্ব্বক স্ব স্ব গুণাবলী গান করিতে লাগিলেন। তাঁহাদের জীবন-চরিত্র-লেখকেরাও এই সময়ে তাঁহাদিগের সহিত যোগ দিয়া সমুদয় ভবন কম্পিত করিয়া তুলিলেন। প্রথমে পরস্যাধিপতি দরায়ুস বলিলেন 'দেবী আমি আপনার কণামাত্র অনুগ্রহ-লাভার্থ কত যে ভীষণ কার্য্য করিয়াছি, তাহা ভাবিলে এখনও যুগপৎ হৃদ্‌কম্প ও বিষাদের উদয় হইয়া থাকে। গ্রীসদেশ রক্তে প্লাবিত, গ্রীকদিগকে খড়্গাঘাতে জর্জ্জরিত, এবং তাঁহাদের স্ত্রী-পুত্রগণকে চিরজীবনের নিমিত্ত শোকমগ্ন করিয়া স্বীয় কীর্ত্তিকেতন উড়াইতে চেষ্টা করিয়াছি। এক্ষণে আপনার চরণসরোজে স্থান প্রদান করিলেই কৃতার্থ হইব। তাঁহার বাক্যাবসানে, আলেক্‌জেণ্ডর নামে এক বীরপুরুষ জলদ-গম্ভীর স্বরে স্বীয় কীর্ত্তিকলাপ ঘোষণা করিতে আরম্ভ করিলেন। তিনি বলিলেন, "আমি স্বদেশ-প্রেমে মুগ্ধ হইয়া, স্বীয়

জন্মভূমির কলঙ্ক অপনোদনার্থ পারস্য রাজ্য জয় করিয়া তত্রস্থ অধিবাসীর পদে চির-অধীনতা-শৃঙ্খল প্রদান করিয়াছি। আপনার নিকট কেবল দুইটী করুণ বাক্য শ্রবণ করিবার নিমিত্ত পৃথিবীর এক প্রান্ত হইতে অপর প্রান্ত পর্য্যন্ত যুদ্ধানল প্রজ্বলিত করিয়াছি। কিন্তু আক্ষেপের বিষয়, সেই অনল সম্পূর্ণরূপে উদ্দীপিত না হইতেই, আপনার পর্ব্বতরক্ষক মৃত্যু আমাকে এখানে লইয়া আসিল। এখানে যে ভারতবর্ষীয় বীরপুরুষগণ বিদ্যমান রহিয়াছেন, তাঁহাদের বলবীর্য্য আমার সুবিখ্যাত শৌর্য্যও অতিক্রম করিয়াছিল। এই যে সুবিশাল-দেহ, দিব্যকান্তি মহাপুরুষ দেখিতেছেন ইঁহার নাম মহানন্দ। ইঁহার প্রতাপের কথা শুনিয়া আমি পঞ্চনদের অপর প্রান্তে গমন করিতে সাহসী হই নাই। ইঁহার পুত্র চন্দ্রগুপ্ত আমার দক্ষিণ-বাহু সেলিউকসকে সম্পূর্ণরূপে পরাজয় করিয়া স্বীয় যশঃপতাকা সমস্ত আর্য্যাবর্ত্তে উড্ডীয়মান করিয়াছিলেন।”

আলেকজেণ্ডর স্বীয় গুণগান করিলে পর, নেপোলিয়ান, সিজর, হানিবল, প্রভৃতি বীরমণ্ডলী স্বীয় স্বীয় কীর্ত্তি-কলাপ শ্রবণ করাইলেন। দ্বাপরযুদ্ধ ও ত্রেতাসমরের অনেক বীরও স্বীয় স্বীয় বলবীর্য্য কীর্ত্তন করিলেন। রণবীরগণ যে ভাবে আকাশ-কুসুম কল্পনা করিয়াছিলেন, তাহা প্রায়ই প্রস্ফুটিত হইল না। ইঁহাদের মধ্যে যুধিষ্ঠিরের সহিত রোমক সম্রাট সাধু মার্কাস অরিলিয়সের বন্ধুত্ব জন্মিল।

ধর্ম্মবীরগণের সুধাময় বাক্য, ঔষধ স্বরূপ হইয়া আমার সমুদয় ক্লেশ অপনীত করিল। তাঁহাদের অমৃত-সিঞ্চনী ভাষায় আমার প্রাণে নব-ভাবের উদয় হইল। বুদ্ধদেব সহসা গাত্রোত্থান করিয়া বলিতে লাগিলেন, “আমি জগতে সাম্যমন্ত্র প্রদান করিয়াছি। ইহলোক ভ্রাতৃ-ভাবে বন্ধন এবং পৃথিবীতে দয়াদেবীর সিংহাসন স্থাপন করিয়াছি। পৃথিবীর এক তৃতীয়াংশ লোক আমার কথায় বিশ্বাস স্থাপন করিয়া স্বীয়

স্বীয় ধর্ম্মজীবন উদ্‌যাপন করিতেছেন। আমি আপনার অনুগ্রহ-লাভার্থ ধর্ম্মধন বিসর্জ্জন দিতে বাসনা করি নাই। ইহাতে আপনার যাহা অভি-রুচি করিতে পারেন।” কীর্ত্তিদেবী বলিলেন, “মহাত্মন্! আমি আপনার ব্যবহারে সাতিশয় পরিতুষ্ট হইয়াছি। যতদিন জগতে একটীমাত্র প্রাণী বর্ত্তমান থাকিবে, ততদিন আপনার গৌরবের কণামাত্র বিলুপ্ত হইবে না। সমুদয় মানব বিনষ্ট হইলেও ইতর প্রাণিগণ আপনার দয়ার গাথা গান করিবে। বিহঙ্গমেরা বিটপীপরে, পশুগণ বনমধ্যে, গগনচারিগণ স্বর্গ-রাজ্যে আপনার পবিত্র জীবনকাহিনী দেদীপ্যমান রাখিবে। এমন কি কীট-পতঙ্গেরাও পাতালে আপনার যশঃকীর্ত্তন করিতে থাকিবে। আপ-নার ন্যায় সকলেই যদি আত্মার পুষ্টি অনুসরণে প্রবৃত্ত হইত, তাহা হইলে জগৎ কি সুখময় হইয়া উঠিত।

বুদ্ধের পর মহম্মদ স্বীয় পবিত্র লক্ষ্যের সাক্ষ্য প্রদান করিলেন। তিনি বলিলেন, “যখন আমার জন্মভূমি অজ্ঞান-তামসে আচ্ছন্ন ছিল তখন জ্ঞানালোক আনয়ন করিয়া আমি তাহাকে পূর্ণজীবন প্রদান করিয়াছি। একেশ্বরের উপাসনা সর্ব্বত্র প্রচলিত করিতে চেষ্টা পাইয়াছি। আমি যে আলোক জ্বালিয়া আসিয়াছি তাহা কোন কালে নির্ব্বিবার নহে।” কীর্ত্তিদেবী বলিলেন “মহাজন, আপনার সেবকেরা যথার্থই ইসলাম। তাঁহাদের “বিশ্বাসী” নামটি অলঙ্কার-স্বরূপ। উহা তাঁহারা যত্নে রক্ষা করিতে চেষ্টা করিয়াছেন। তাঁহাদের সংখ্যা ও যশঃ আপনার গুণের প্রধান পরিচায়ক।” পরে প্রভু যিশুখ্রীষ্ট উত্থিত হইয়া স্বীয় স্বর-লহরীতে মানব-সমুদ্র তরঙ্গায়িত করিয়া তুলিলেন। তিনি পাপের রাজ্য বিনাশ করিয়া পরমপিতা পরমেশ্বরের পবিত্র নাম ভূমণ্ডলের এক প্রান্ত হইতে অপর প্রান্ত পর্য্যন্ত বিলাইয়া দিয়াছেন। তাঁহার পূর্ব্ববর্ত্তী মহাত্মা মোসেস ঈশ্বরের দশাজ্ঞা মানব-সমাজে প্রচার করিয়া উপকার সাধন করিয়াছেন। ম্যাথু মার্ক, জন এবং সেণ্টপল খৃষ্টধর্ম্ম প্রচারের অনেক

সাহায্য করিয়াছেন। সেণ্ট অগাষ্টিন ও টমাস একেম্পিস প্রভৃতির জীবনে খৃষ্টধর্ম্মের পবিত্রতা লক্ষিত হইয়াছে। লুথার নামে মহাত্মা, খৃষ্টধর্ম্মের সংস্কার করিয়া ভূমণ্ডলের উপকার সাধন করিয়া গিয়াছেন।

সপার্ষদ প্রেমাবতার শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মহাপ্রভু, মহম্মদের পর গাত্রোত্থান করিয়া, স্বীয় ভক্তি-প্রাবল্যে সভাস্থ সকলের মন হরণ করিলেন। ইঁহার দিব্য কলেবর, বিশাল দেহযষ্টি, কমনীয় মূর্ত্তি ও অমৃত নিন্দিত স্বর, এককালে বিস্ময় ও প্রীতি উৎপাদন করিল। ইনি অপক্ষপাতে হিন্দু ও মুসলমানকে স্বীয় ভক্তি-প্রবণ ধর্ম্মে দীক্ষিত করিয়াছিলেন। যবন হরিদাস তাহার জ্বলন্ত আদর্শ। বঙ্গের প্রান্ত হইতে উড়িষ্যার উপকূল পর্য্যন্ত সকলেই হরিনামামৃতপানে মত্ত হইয়াছিলেন। ইঁহার পার্শ্বস্থিত রামানুজ, কবীর, নানক, প্রভৃতি ধর্ম্মপ্রচারকগণ স্বীয় স্বীয় ভগবৎ ভক্তি ও মৈত্রীবলে চিরস্মরণীয় হইয়া রহিয়াছেন। পরে একটি সৌম্যমূর্ত্তি দেখা গেল। ইনি নাকি বঙ্গভূমে জন্মগ্রহণ করিয়া, ভগবৎপ্রেমে মুগ্ধ হইয়া সংসারে থাকিয়াও যোগী হইয়াছিলেন, এবং স্বীয় সাধন-বলে জগৎ-মাতার নিকটে সিদ্ধিলাভ করিয়াছিলেন। এই সাধক-প্রবর বনবিহঙ্গের ন্যায় আপন সঙ্গীতে আপনিই মুগ্ধ হইতেন। ইঁহার পার্শ্বে ইঁহার একটি গৃহী হইয়াও ব্রহ্মচারী শিষ্য নাগ মহাশয়কে দেখিয়া বড়ই সুখী হইলাম। ইঁহার একটী শিষ্যের ব্রহ্মচর্য্য বাগ্মীতা ও বিশ্বপ্রেমে ইউরোপ ও আমেরিকা পর্য্যন্ত মুগ্ধ হইয়াছে। ইঁহাদের পার্শ্বে শ্রীরামকৃষ্ণের ভাবে প্রণোদিতা ভগিনী নিবেদিতা নামে সুপরিচিতা এমেরিকান মহিলা মিস্ নোবলকে দেখিয়া কাশীধামে তাঁহার প্রথম দর্শনের সৌভাগ্যের কথা স্মরণ হইল। ইঁহার সন্নিকটে রামমোহন, দেবেন্দ্রনাথ, কেশবচন্দ্র, বিজয়, প্রতাপ ও বিনয়েন্দ্র-নাথ প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য ভাবে মুগ্ধ হইয়া সাম্যমন্ত্র গান করিতেছিলেন। সংসারে ভ্রাতৃভাব আনয়ন করিতে ইঁহারা প্রাণপণে যত্ন করেন। ইঁহাদের অনতিদূরে সাধকপ্রবর ত্রৈলঙ্গস্বামী ধ্যানে মগ্ন। এই কয়েকটি আধু-

নিক মহাত্মা দর্শন করিয়া, আমার মনে অপূর্ব্ব আহ্লাদের উদয় হইল। এমন সময় এক দিব্য মহাপুরুষ দণ্ডায়মান হইয়া স্বীয় বাগ্মীতা-শক্তি-প্রভাবে গৃহের গভীর নিস্তব্ধতা ভঙ্গ করিয়া ধর্ম্মদেবের যশঃকীর্ত্তন আরম্ভ করিলেন। যখন পবিত্র বৌদ্ধধর্ম্ম নাস্তিকতায় পরিণত হইতে উপক্রম করিল, যখন ভিক্ষুরা মঠে বাস করিয়াও সংসারী হইয়া পড়িলেন, ক্রিয়াউৎসব-বর্জ্জিত কঠোর উপাসনা লোকের আর মনোরঞ্জন করিল না, তখন এক মহাপুরুষের আবির্ভাব অনিবার্য্য হইয়া উঠিল। বেদের রক্ষাকর্ত্তা, হিন্দুধর্ম্মের নবজীবনদাতা, যোগশাস্ত্রের পুনঃ প্রতিষ্ঠাতা, ভগবান্ শঙ্করাচার্য্য ভারতভূমিতে কি অপূর্ব্ব ধন আনয়ন করিয়াছিলেন! কতজাতির জন্ম হইল, কত জাতির অস্তিত্ব পৃথিবী হইতে লোপ পাইল, কত দেশের পতন হইল, কত দেশ জ্ঞানালোকে আলোকিত হইয়া উঠিল, কত রাষ্ট্র-বিপ্লব, সমাজ-বিপ্লব, ধর্ম্ম-বিপ্লব হইয়া গেল কিন্তু তিনি যে হিন্দুধর্ম্ম পুনর্জ্জীবিত করিয়াছিলেন, তাহা সহস্র ঝঞ্ঝাবাত সহ্য করিয়াও অটল, অচল রহিয়াছে। তাঁহার ও পূর্ব্বোক্ত মহাপুরুষগণের অপূর্ব্ব কার্য্যাবলী, কীর্ত্তিদেবীর প্রসাদে শ্রবণ করিয়া মনে অভূতপূর্ব্ব ধর্ম্ম-ভাবের উদয় হইল। রণশক্তি বা কবিতাশক্তি যে ধর্ম্মবলের নিকট অতি তুচ্ছ পদার্থ তাহা বিশেষরূপে হৃদয়ঙ্গম করিলাম। ধর্ম্মের নিমিত্ত প্রাণ বড় ব্যাকুল হইল। আত্মার একমাত্র উপাদেয় আহার-স্বরূপধর্ম্মের নিমিত্ত কাহার মন না ব্যগ্র হয়? আমাকে ব্যাকুল দেখিয়া প্রজ্ঞাদেবী বলিলেন, "বৎস উর্দ্ধে নিরীক্ষণ কর।" দেখিলাম, কীর্ত্তিশৈলের সর্ব্বোচ্চ প্রদেশে এক সুবিশাদ মহীরুহ বিরাজমান রহিয়াছে। সেই প্রকাণ্ড তরু শাখা প্রশাখা দিগ্‌দিগন্ত বিস্তৃত করিয়া স্বীয় বিশালতার পরিচয় প্রদান করিতেছে। উহার মূলদেশ কতদূর বিস্তৃত তাহা প্রজ্ঞাদেবীও বিদিত নহেন। এই বৃক্ষের ছায়ায় সকলেরই সমান অধিকার। আমি গাত্রোত্থান করিয়া মহাপুরুষদিগের পাদবন্দনা ও এই ধর্ম্মতরুতলে উপবেশন দ্বারা জীবন

পবিত্র করিতে উদ্যত হইয়াছি, অমনি নিদ্রা ভঙ্গ হইল। দেখি নিজ শয্যায় শয়ন করিয়া রহিয়াছি। কোথায় বা সেই কীর্ত্তিশৈল, আর কোথায় বা এই জীর্ণ কুটীর। অহো! সে বিষয় মনে করিলে এখনও হর্ষ ও বিস্ময়ের উদয় হইয়া থাকে।

হিমাদ্রি বর্ণন।

(১)

হিমাদ্রি অচল দেবলীলা স্থল
যোগীন্দ্র বাঞ্ছিত পবিত্র স্থান;
অমর কিন্নর যাহার উপর
নিসর্গ নিরখি জুড়ায় প্রাণ।

(২)

যাহার শিখরে সদা শোভা করে
অসীম অনন্ত তুষার রাশি;
যাহার কটিতে ছুটিতে ছুটিতে
জলদ-কদম্ব জুড়ায় আসি।

(৩)

যেখানে উন্নত মহীরুহ যত
প্রণত উন্নত শিখর-কায়;
সহস্র বৎসর অজর অমর
অনাদি ঈশ্বর মহিমা গায়।

(৪)

সেই হিমগিরি শিখর উপরি
অঙ্গিরাদি যত মহর্ষিগণ,
আসিত প্রত্যহ ভকতির সহ
ভজিতে ব্রহ্মাণ্ড-আদি কারণ।

(৫)

হেরিত উপরে নীল কান্তি-ধ'রে
শূন্য ধূ ধূ করে ছড়ায়ে কায় ;
হেরিত অযুত অযুত অদ্ভুত
নক্ষত্র ফুটিয়া ছুটিছে তায়।

(৬)

মণ্ডলে মণ্ডলে শনি শুক্র চলে
ঘুরিয়া ঘেরিয়া আকাশময় ;
হেরিত চন্দ্রমা অতুল উপমা,
অতুল উপমা ভানু-উদয়।

(৭)

চারি দিকে স্থিত দিগন্ত বিস্তৃত
হেরিত উল্লাসে তুষার রাশি ;
বিস্ময়ে প্লাবিত বিস্ময়ে ভাবিত
অনাদি পুরুষে আনন্দে ভাসি।

(৮)

ইহার সমান ভজনের স্থান
কি আছে মন্দির জগত মাঝে ?
জলদ গর্জ্জন তরঙ্গ পতন
ত্রিলোক চমকি যেখানে বাজে।

হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়।

জগদীশ্বরের বিচিত্র কৌশল।*

মানব হইতে সামান্য কীট পতঙ্গ পর্য্যন্ত সকলেই জগদীশ্বরের অসীম করুণার নিদর্শন। একদিকে দেখিতে, প্রাণী জগতের মধ্যে মানবই কেবল উলঙ্গ; অথচ মানবই কেবল গাত্রাচ্ছাদন করিতে পারে। এই কারণে সে সকল ঋতুতে সর্ব্বস্থানেই বাস করিয়া আসিতেছে এবং বাসস্থানের শীতোষ্ণতা অনুসারে তাহার পরিচ্ছদ উষ্ণ বা শীতল করিয়া লইয়া থাকে। কিন্তু মানব মেষের ন্যায় ঊর্ণা বিশিষ্ট হইলে, মেরু প্রদেশ প্রভৃতি শীতপ্রধান স্থানে সাতিশয় আরাম লাভ করিত বটে কিন্তু তাহাকে বিষুব রেখার সন্নিকটে গাত্রাবরণের গুরুত্ব ও উষ্ণতা নিবন্ধন সাতিশয় ক্লেশ পাইতে হইত।

জগদীশ্বর ইতর প্রাণিগণের নিমিত্ত স্বয়ং যে কার্য্য সাধন করিয়াছেন, মানবকে বুদ্ধিবৃত্তি প্রদান করায়, শিল্পবলে সে তাহা সম্পন্ন করিয়া লইতে সক্ষম হইয়াছে। করুণাময় পরমেশ্বর মানবকে যেমন স্বহস্তে স্বীয় পরিচ্ছদ প্রস্তুত করিয়া লইতে সক্ষম করিয়াছেন, তেমনি শিল্প বিষয়ে অনভিজ্ঞ ইতর প্রাণীগণকে স্বাভাবিক আবরণে ভূষিত করিয়া অপার করুণা প্রদর্শন করিয়াছেন। সত্য বটে, তাহাদিগের গাত্রাবরণ যদি সর্ব্বঋতুতে ও সকল স্থানে সমভাবে থাকিত, তাহা হইলে উহা অশেষ ক্লেশের কারণ হইয়া উঠিত কিন্তু জগৎপাতা জগদীশ্বর উহা প্রাণিগণের প্রয়োজনানুসারে পরিবর্ত্তিত হইবার বিধান করিয়া তাঁহার অনির্ব্বচনীয় শক্তি ও অপার মহিমা প্রকাশ করিয়াছেন। লোমশ পশুরা প্রায়ই এই নিয়মের বশবর্ত্তী। শীতাগমে, শশক ও শল্লকীর গাত্রাবরণ ক্রমশঃ ঘন হইয়া ঋতুর প্রভাব হইতে উহাদিগকে

* ৺অক্ষয়কুমার দত্তের প্রবন্ধ বিশেষের ন্যায় ইংরেজীর আদর্শে এই প্রবন্ধ লিখিত হইয়াছে।

রক্ষা করিয়া থাকে। ওদিকে, যেমন গ্রীষ্ম প্রধান দেশের মেষগুলির লোম কেশে পরিণত হয়, তেমনি শীত প্রধান দেশস্থ সারমেয়দের কেশ পশমরূপ ধারণ করে।

বিশ্বসম্রাট্ তাঁহার বিশাল সাম্রাজ্যের কোন বস্তুই যে বৃথা সৃষ্টি করেন নাই, তাহা তাঁহার যে কোন বস্তু পর্য্যালোচনা করিলেই হৃদয়ঙ্গম হইয়া থাকে। শৃগাল, ভল্লুক, শশক, ব্যাঘ্র প্রভৃতির জলে বাস করিতে হয় না বলিয়া, তাহাদের বক্ষঃস্থলে লোম নাই; কিন্তু প্রখর সূর্য্যতাপ নিবারণ নিমিত্ত তাহাদের পৃষ্ঠদেশ ঘন কেশে আবৃত। অন্যদিকে তিনি বীবর, সিন্ধুঘোটক প্রভৃতি উভয়চর জন্তুদিগের পৃষ্ঠ ও বক্ষঃস্থল উভয়ই লোমে আচ্ছাদিত করিয়াছেন। কিন্তু স্থলচর জন্তুদিগের বক্ষঃস্থলে এবং জলচর জন্তুদিগের পৃষ্ঠদেশে লোমের অনাবশ্যকতা দেখিয়া তাহাদিগকে উহা প্রদান করেন নাই।

তিনি পক্ষীদিগের গাত্রাচ্ছাদন নির্ম্মাণ বিষয়ে আরও নৈপুণ্য প্রকাশ করিয়াছেন। তাহাদিগকে বায়ুসাগরে সন্তরণক্ষম করিবার নিমিত্ত দণ্ডস্বরূপ পক্ষ, কর্ণ স্বরূপ পুচ্ছ, এবং নৌকাস্বরূপ দেহ প্রদান করিয়াছেন। তাহাদিগের স্বাভাবিক পরিচ্ছদের বিচিত্র বর্ণ দেখিয়া কাহার না মন বিস্ময় ও আনন্দে পরিপূর্ণ হয়? বস্তুতঃ ময়ূর প্রভৃতি বিহঙ্গমমণ্ডলীর গাত্রাচ্ছাদনের সহিত তুলনায় মানবের পরিচ্ছদ নগণ্য। বিহগদের গাত্রাবরণ এক আশ্চর্য্য শিল্পবস্তু। উহা যেমন কোমল ও মসৃণ, তেমনি শীত-গ্রীষ্মোপযোগী। উহা যে সৌন্দর্য্যের লীলাভূমি তাহা কি আর অধিক করিয়া বলিতে হইবে? উহাদের পালক গুলিও অত্যাশ্চর্য্য কৌশলের নিদর্শন। পালকের পূর্ব্বভাগ কোমল, দৃঢ় অথচ নমনীয়। এই পরস্পর বিরোধী গুণ থাকায় উহারা অক্লেশে বায়ুসাগরে সন্তরণ করিতে পারে। পালকের পশ্চাদ্ভাগ লঘু, দৃঢ় ও স্থিতিস্থাপক। এই স্থিতিস্থাপকতা গুণ থাকায় তাহারা পালকগুলি ইচ্ছানুসারে সঞ্চালিত

করিয়া উহাদিগকে পরিষ্কৃত রাখিতে পারে। দৃঢ়তা ও লঘুতা এই দুই বিভিন্ন গুণের একত্র সমাবেশ তাঁহার অনন্ত কৌশলের কি পরিচায়ক নহে? তাহাদের দেহের সকল অংশে কিরূপ আশ্চর্য্য সমতা রক্ষা করিয়াছেন। যদি উহার এক অংশ অন্যান্য অংশাপেক্ষা সমধিক গুরু বা লঘু হইত, তাহা হইলে তাহারা কখনই সমীরণ সাগরে সন্তরণ করিতে সক্ষম হইত না। এই বিচিত্র জগতে যে অসামান্য কৌশল দৃষ্ট হয়, ইহা কি সেই অনন্ত শিল্পীর অবিনশ্বর সত্তা ও অপার করুণার নিদর্শন নহে?

জগদীশ্বরের বিচিত্র কৌশল।

(১)

এ জগতের মাঝে, যেখানে যা সাজে,
তাই দিয়ে তুমি সাজায়ে রেখেছ।
বিবিধ বরণে বিভূষিত করে,
তদুপরে তব নামটী লিখেছ॥

(২)

পত্র পুষ্প ফলে দেখি যে সব রেখা,
রেখা নয় তোমার দয়াল নামটী লেখা,
সুন্দর নামে অঙ্কিত পাখীর পাখা,
প্রেমানন্দ নাম নয়নে লিখেছ॥

(৩)

চন্দ্রাতপ তুল্য গগন মণ্ডল,
দীপালোকে যেন করে ঝলমল,
তার মাঝে ইন্দু ক্ষরে সুধাবিন্দু,
সুধাসিন্ধু নাম তায় অঙ্কিত করেছ॥

(৪)

জীবনে লিখেছ জগৎ-জীবন,
পবন হিল্লোলে হয় দরশন,
জ্বলন্ত অক্ষরে জলদে লিখন,
জ্যোতির্ম্ময় নামে জগৎ প্রকাশিছ॥

(৫)

প্রস্তরে ভূস্তরে যাবৎ চরাচরে,
সর্ব্বব্যাপী নাম লিখেছ স্বাক্ষরে,
লেখা দেখে তোমায় দেখতে ইচ্ছা করে,
লেখার মতন কেন দেখা না দিতেছ?

বিষ্ণুরাম চট্টোপাধ্যায়।
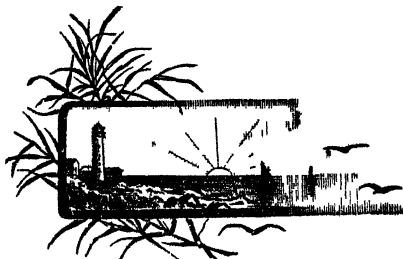
শোকার্ত্তের প্রতি সান্ত্বনা।

ভক্তিভাজন জনক, স্নেহময়ী জননী, প্রিয়তমা পত্নী, প্রাণসম সন্তান, স্নেহোপম সহোদর, সমপ্রাণ সখা, শ্রদ্ধাস্পদ ধার্ম্মিক ব্যক্তি প্রভৃতির মৃত্যুতে মানবমাত্রেই শোকসাগরে মগ্ন হইয়া থাকে সত্য; কিন্তু তাঁহারা হৃদয়ে যে অগ্নি জ্বালিয়া যান, তাহা প্রজ্ঞারূপ শান্তিবারি সেচনে নির্ব্বাপিত করা কর্ত্তব্য। বস্তুতঃ জ্ঞানচক্ষে দেখিতে গেলে শোক প্রকাশ করা নির্ব্বোধের কর্ম্ম। কারণ যেমন মহাসাগর মধ্যে দুইখণ্ড কাষ্ঠ একবার পরস্পর মিলিত ও পুনরায় পৃথক হইয়া যায়, তদ্রূপ লোকের পিতা মাতা, পুত্র কন্যা প্রভৃতি আত্মীয় স্বজন একবার পরস্পর সম্মিলিত হইয়া, পুনরায় বিয়োগ প্রাপ্ত হইয়া থাকে। ক্রীড়োন্মত্ত বালক বালিকা যেরূপ নদীপুলিনে বালুকাময় সেতু নির্ম্মাণ করিয়া পুনরায় তাহা নষ্ট করে; কাল, কিছুদিন সেইরূপ ভবসাগরতটে সংসাররূপ অস্থায়ী সেতু প্রস্তুত করিয়া দিয়া, পরে তাহা ভঙ্গ করিয়া ফেলে। পিতা মাতা যেরূপ শিশুসন্তানদিগকে ক্রীড়ণক প্রদান করিয়া ভুলাইয়া রাখেন, পরমপিতা সেইরূপ তাঁহার ভ্রান্ত সন্তানদিগকে কিয়দ্দিনের নিমিত্ত পুত্র কন্যা প্রভৃতি ক্রীড়া সামগ্রী প্রদান করিয়া পুনরায় তাহা কাড়িয়া লন। সেই জন্য কবি গাইয়াছেন ঃ—

"খেলার ছলে হরি ঠাকুর গড়েছে এই জগৎখানা,
চারিদিকে তাই খেলার মেলা, খেলার কেবল আনাগোনা;
খেলতে খেলা, ভবের বাসে, কোথেকে সব মানুষ আসে,
খানিক খেলে, খেলনা ফেলে, কোথায় পালায় যায় না জানা।"

এই সংসার এক অভিনব রঙ্গভূমি। জন্ম হইতে মৃত্যু পর্য্যন্ত মানব এখানে মত্ত থাকে। শৈশব, বাল্য, যৌবন, প্রৌঢ়তা, বার্দ্ধক্য প্রভৃতি জীবন-নাটকের বিভিন্ন অঙ্ক অভিনয় করিয়া মানব অবশেষে সংসার রঙ্গভূমি হইতে বিদায় গ্রহণ করে। সর্ব্বদশী ভগবান্ পরে অভিনয় দর্শন করিয়া তাহাকে যথোচিত পুরস্কার প্রদান করিয়া থাকেন।

অভিনেতা যেরূপ ভিন্ন ভিন্ন ব্যক্তির কার্য্যাবলীর বিভিন্ন অভিনয় প্রদর্শন করে, সেইরূপ এক আত্মা, বিভিন্ন দেহ ধারণ করতঃ বিভিন্ন প্রকার কার্য্য সাধন করিয়া থাকেন। একজন অভিনেতা যখন অন্য এক ব্যক্তির কার্য্য কলাপ প্রদর্শন জন্য বিভিন্ন বেশ ধারণ করিলে কাহারও মনে দুঃখের উদয় হয় না; তখন আত্মা এক দেহাবাস পরিত্যাগ করিয়া অন্য দেহাবাস আশ্রম করিলে শোক প্রকাশ করা প্রাজ্ঞ ব্যক্তির কর্ত্তব্য নহে।

ক্রীড়ক যেরূপ ক্রীড়াবসানে কৃত্রিম বেশ পরিত্যাগ করিয়া স্বকীয় পরিচ্ছদ ধারণ করে এবং আবশ্যক হইলে পুনরায় কৃত্রিম বেশ ধারণ করে, জীবাত্মাও সেইরূপ পঞ্চভূতাত্মক দেহ পরিত্যাগ করিয়া অতীন্দ্রিয় আবাস আশ্রয় করেন এবং পুনরায় কর্ম্মানুসারে স্থূল শরীর ধারণ করিয়া থাকেন। মানব যখন জীর্ণ বস্ত্র ত্যাগ করিয়া নব বসন পরিধান করিতে কোন প্রকার দুঃখ প্রকাশ করে না, তখন জীবাত্মা জীর্ণ দেহ পরিত্যাগ ও অভিনব দেহের আশ্রয় গ্রহণ করিলে শোক প্রকাশের প্রয়োজন কি?

সমিধ ভস্মীভূত করিয়া হুতাশন অদৃশ্যভাবে আকাশ আশ্রয় করিলে যখন কেহই দাহ্য বস্তুর নিমিত্ত শোক প্রকাশ করে না, তখন জীবাত্মা দেহ পরিত্যাগ করিয়া প্রস্থান করিলে দেহের নিমিত্ত শোক প্রকাশ করিয়া ফল কি?

সংসারোদ্যানে নিত্যই নব নব মানব-প্রসূন উৎপন্ন হইতেছে।

কেহ কোরকে, কেহ অর্দ্ধ-প্রস্ফুটিত হইয়া অবশেষে কাল সূর্য্যকরে বিশুষ্ক হইয়া যাইতেছে। যখন কুসুমদল পরিশুষ্ক হইলে কেহই দুঃখ প্রকাশ করে না, তখন মানব-প্রসূনের নাশে দুঃখ করিবার প্রয়োজন কি ?

সন্ধ্যাগমে বিহগকুল যেরূপ বৃক্ষশাখার আশ্রয় গ্রহণ করে, কিন্তু প্রভাতে সূর্য্য উদিত হইলেই দিগদিগন্তে প্রস্থান করে, সেইরূপ মানব-পাখী সংসার-পাদপের আশ্রয় গ্রহণ করিয়া জীবনসন্ধ্যা যাপন করে, পরে কাল-সূর্য্য উদিত হইলেই গন্তব্যদেশে প্রস্থান করিয়া থাকে। যখন আমরা নীড়ত্যাগী বিহঙ্গমের জন্য দুঃখ প্রকাশ করি না, তখন সংসারমুক্ত মানব-বিহগের জন্য দুঃখ প্রকাশ করা কি অবিবেকীর কর্ম্ম নহে ?

যেমন কতিপয় পান্থ এক পথ অবলম্বন করিয়া কিয়ৎদূর গল্পামোদে গমন করতঃ, পরে আপন আপন গন্তব্য পথে প্রস্থান করে, সেইরূপ মানবপথিক সংসার পথে কিয়ৎদূর ভ্রমণ করিয়া, পরে কর্ম্মফলানুসারে স্বীয় স্বীয় নির্দ্দিষ্ট প্রদেশে গমন করিয়া থাকে। পথিকের জন্য শোক প্রকাশ যেরূপ অনুচিত, সংসার-পথের পথিকের নিমিত্ত শোকপ্রকাশও সেইরূপ নির্ব্বোধের কার্য্য।

যেমন বৃক্ষের কতক ফল গলিত, কতক ফল শুষ্ক, কতক ফল পরিপক্ক হয় ও পরিপক্ক হইলেই তাহার বীজ হইতে অন্য তরুর জন্ম হয়, সেইরূপ মানব, শিশু, যুবা, বৃদ্ধ প্রভৃতি বিভিন্ন আখ্যা প্রাপ্ত হইয়া কেহ পুত্র কন্যা প্রভৃতি শারীরিক অপত্য, কেহ বা সৎকার্য্যরূপ মানসিক অপত্য রাখিয়া ভূশয্যার আশ্রয় গ্রহণ করে। যখন অবিনশ্বর জীবাত্মা কর্ম্ম বিমুক্ত হইয়া বিমুক্ত স্বভাব পরমাত্মার সহিত সম্মিলিত হয় বা কর্ম্মফলানুসারে বিভিন্ন দেহ ধারণ করে এবং যখন নশ্বর দেহ পঞ্চভূতে মিশিয়া কীটের ভক্ষ্য হইলে, কেবল মানবের কার্য্যাবলী পৃথিবীতে

বিদ্যমান থাকিয়া তাহার সুকৃতি বা দুষ্কৃতির পরিচয় প্রদান করিতে থাকে, তখন মরণশীল দেহের নিমিত্ত শোক প্রকাশে প্রয়োজন কি?

এই সংসার এক বিশাল পরীক্ষাক্ষেত্র। যে যেরূপ ভাবে পরীক্ষা প্রদান করিতেছে, সে সেইরূপ ভাবে পরীক্ষান্তে ফল প্রাপ্তির নিমিত্ত ভূপতি সমীপে গমন করিতেছে দেখিয়া শোক প্রকাশের প্রয়োজন কি?

রণক্ষেত্রে যাঁহারা সৎউদ্দেশ্যে প্রাণ পরিত্যাগ করেন, আমরা যখন তাঁহাদের সদ্গতি স্মরণ করিয়া আনন্দ প্রকাশ করি এবং যাহারা অন্যায়রূপে সমরাগ্নি প্রজ্বলিত করে, তাহাদের জন্য দুঃখ বোধ করি না, তখন যাহারা জীবন সমরে প্রাণ পরিত্যাগ করে, তাহাদের জন্য শোক প্রকাশে প্রয়োজন কি?

এই সংসাররূপ পঙ্কিল সরসীতে মানব-সরোজ বিকসিত হইয়া থাকে। কাল যখন তাহার উদ্ধার সাধন করিয়া বিশ্বভূপের চরণ-কমলে সমর্পণ করে, তখন ইহার অপেক্ষা আর কি সৌভাগ্য হইতে পারে?

পর্ব্বত গুহায় বদ্ধ নদী যেরূপ অনেক কষ্টে গুহা হইতে সমভূমিতে আগমন করে ও পরে আনন্দ সহকারে মহাসাগরের সহিত মিলিত হয়, সেইরূপ জীবাত্মা সংসার কন্দর হইতে মুক্ত হইয়া দিব্য পথে পরমাত্মার সহিত সম্মিলিত হইলে কাহার না মনে আনন্দের উদয় হয়?

জগতের হিত সাধন।

স্রষ্টা কি কামনা হীন? চেয়ে দেখ মহাসৃষ্টি!
বিশ্বসুখ কামনা তাঁহার
ঘোষিতেছে মহাবিশ্ব, অনন্ত প্লাবিয়া কণ্ঠে,
এ কামনা অশান্ত অপার!
এ কামনা-সিন্ধুগর্ভে, কামনা-জাহ্নবী নর
শতমুখে করিয়া বিলীন,
করি ক্ষুদ্র মানবের অতি ক্ষুদ্র আত্ম-সুখ
জগতের সুখের অধীন,
উন্মেষিয়া আত্মশক্তি, জগতের সুখ পথে
যত নর হবে অগ্রসর,
আপন সুখের তার সিন্ধুমুখী নদ মত
ক্রমশঃ বাড়িবে পরিসর।
কামনা জগত-হিত, সাধনা জগত-হিত,—
একমাত্র ধর্ম্ম-সনাতন
মানবের গৃহে, বনে; ধর্ম্ম-ক্ষেত্র শ্রেষ্ঠতর,—
বন নহে,—গৃহের প্রাঙ্গণ।
পিতা, মাতা, পত্নী, পুত্র, গৃহ এই ধর্ম্ম-পথে,
কিবা অবলম্বন সুন্দর!
তাহে ভর করি উঠি দেখে সুখ-স্বর্গ নর,
নারায়ণ সুখের সাগর।

নবীনচন্দ্র সেন।

অন্তিমকাল।

যুবকেরা আনন্দ ও উৎসাহের সহিত জীবন রঙ্গভূমে প্রবেশ করে। পৃথিবীর সমুদয়ই তাহাদের চক্ষে সুন্দর ও সুখপ্রদ। সমুদয় বস্তুই যেন অনবদ্য চন্দ্রালোকে বিভাসিত হইয়া তাহাদের মন প্রাণ হরণ করে। কিন্তু সময় কাহারও অধীন নহে। জরার আগমনে স্মৃতির বিলোপ হয়, প্রজ্ঞার হ্রাস হয় এবং শারীরিক ও মানসিক শক্তি ন্যূন হইয়া আইসে। তাহারা আর জীবন-কাননে প্রভাত সমীরণ সেবন করিতে পায় না। জীবন-তরু উপ্ত, বর্দ্ধিত, পল্লবিত, ও মুকুলিত হইয়া পরিশেষে কালের কুঠারাঘাতে ভূতলশায়ী হয়। কেবল কার্য্যাবলী পৃথিবীতে বর্ত্তমান থাকিয়া মানবের সুকৃতি বা দুষ্কৃতির পরিচয় প্রদান করিতে থাকে। যে যেরূপ কার্য্য করিয়াছে, সে সেইরূপ ফল প্রাপ্ত হয়। যে ব্যক্তি যৌবনে পাপের আপাত মধুর হাস্যে বিমুগ্ধ হইয়া, তাহার সেবক হইতে কুণ্ঠিত হয় নাই, তাহার অন্তিমকাল কিরূপ ভীতি-ব্যঞ্জক তাহা কেবল ভুক্তভোগী অনুভব করিতে পারে। পাপীর অন্তঃকরণ গতানুশোচনা ও আত্মগ্লানিরূপ অনলে সর্ব্বদা দগ্ধ হইতে থাকে। কিন্তু যিনি পাপ প্রলোভন পদদলিত করিয়া পুণ্যের পথে বিচরণ করিয়াছেন, তিনি অপূর্ব্ব আত্মপ্রসাদ লাভ করতঃ ইহলোকেই স্বর্গ সুখানুভব করিয়া থাকেন। তাঁহার পবিত্র জীবন পুণ্যতোয়া স্রোতস্বতীর ন্যায় শান্তভাবে গমন করিতে থাকে। তিনি বিবেকরূপ বর্ম্মে আবৃত থাকিয়া পাপের অজেয় হন এবং ভগবান তাঁহাকে যে অবস্থায় রাখিয়াছেন, সেই অবস্থায় থাকিয়াই স্বীয় কর্ত্তব্য সাধনে রত থাকেন। বস্তুতঃ ধর্ম্মজীবন সকলেরই বাঞ্ছনীয়। কে না নিষ্পাপহৃদয়ে হাসিতে হাসিতে মরিতে বাসনা করে?

পাপী ও পুণ্যাত্মা সকলেরই গন্তব্যস্থল এক। কাল, কখন আসিয়া

কাহাকে গ্রাস করিবে, তাহা কে বলিতে পারে? অলস ও নিরলস, ধনী ও দরিদ্র, ব্যসনী ও কর্ত্তব্যপরায়ণ, কেহই কালের হস্ত হইতে নিস্তার পায় না। সকলেই মৃত্যুর অধীন। আমরা প্রতিদিন এক এক পদ করিয়া মৃত্যুপথে অগ্রসর হইতেছি; এক এক মুহূর্ত্ত গত হইতেছে, আর অন্তিমকাল ক্রমশঃই নিকটবর্ত্তী হইতেছে। সময় দর্পণে জীবন-বিম্ব প্রতিফলিত রহিয়াছে। এক এক মুহূর্ত্ত করিয়া অবশেষে শেষ মুহূর্ত্ত আসিয়া উপস্থিত হইতেছে। কেহই চিরজীবি নহে। তথাপি সকলে অমরের ন্যায় ব্যবহার করে। মানবের কার্য্য দেখিয়া বোধ হয় যেন তাহাকে পৃথিবী ছাড়িয়া আর কোথায়ও যাইতে হইবে না। কিছুতেই তাহার এ ভ্রমের নিবারণ হয় না। শেষে মৃত্যু আসিয়া তাহার ভ্রম প্রদর্শন করে। দুরাকাঙ্ক্ষ লোকের মৃত্যু আরও ভীষণ। তাহারা নিরাশার তীব্র যাতনা ভোগ করে। পাপী মৃত্যুকে ভয় করে। কিন্তু ধর্ম্মাত্মা মৃত্যু ভয়ে ভীত হন না। মৃত্যু কীর্ত্তির দ্বার উদ্ঘাটিত করতঃ তাঁহার নাম চিরস্মরণীয় করিয়া থাকে। সংসারের আগমনের পথ এক কিন্তু গমনের পথ অনন্ত। যে কয়েক দিন জীবিত থাকি যেন কর্ত্তব্য সাধন করিতে পারি। যখন ইচ্ছাময় আহ্বান করিবেন, সে সময় যেন প্রস্তুত হইয়া তাঁহার সম্মুখীন হই। পার্থিব সুখ ক্ষণিক। পারত্রিক সুখ অনন্ত।

Opinions on the
"BIBIDHA PROBANDHA."

[**By Hemchandra Sarkar, M. A.**,

Professor, Krishnagar College.]

1. **Sir James Du Boulay, Private Secretary to His Excellency the Viceroy :—**

"There are few higher ideals than that of forming the character of the rising generation in whose hands will rest the future: and it must give you great happiness to find in the affection of your pupils evidence that you have had an influence upon them for good."

2 **Private Secretary to His Excellency the Governor of Bengal :—**

"His Excellency feels sure that your book will secure the end for which it is written."

3. **Sir K. G. Gupta, Vice-President, Secretary of State for India's Council :—**

"Many thanks for a copy of your book which I have read with much interest. It is written in excellent style, and the matter too is good."

4 **Sir Archdale Earle, formerly Director of Public Instruction, Bengal, and at present, Chief Commissioner, Assam :—**

"I am very glad to hear that your book has been so well received and I have no doubt that it will do much good."

5. **Mr. C. W. Bolton, C. S. I ; formerly chief Commissioner, Assam, and at present, Mayor of East Bourne, England :—**

"I am glad to find that your Essays in Bengali have been so favourably noticed, and have no doubt that they have conveyed much excellent advice and instruction to their readers, written, as they have been, by a man of your high character and capacity" :—

6. The "Englishman", 28th September, 1913. :—

"This is a collection of reflective essays in Bengali embodying some moral and psychological truths couched in a popular but elegant style. They tend to show how a culmination of material and spiritual development can be attained and incorporated into the character. The essays contain book knowledge as well as the results of the writer's own spiritual culture. The First Essay is on character, which analyses the elements which make the ideal character. The book under review is an excellent literary production, calculated to prove wholesome to all readers, particularly to students who have yet to form their character"

7. Khan Bahadur Maulvi Ahsanulla, M. A, Inspector of Schools, Chittagong Division :—

"The sentiments are indeed very high and do credit to the author. I have no hesitation in saying that it is one of the few text-books in Bengali that appeal to the heart. I am sure both our boys and teachers will profit by it."

8. Babu Promatha Nath Chatterjee, M. A., Additional Inspector of Schools, Burdwan Division. :—

"I have gone through your book with pleasure as well as profit and I think it will do very well as a text book for boys in middle schools."

9 Rai Lalitmohan Chatterjee Bahadur, M. A., Principal, Jagannath College, Dacca :—

"In the book you have dealt with a variety of useful subjects and the book ought to make a good text-book for schools."

10. Babu Nimai Charan Chyai Pattanaik, B. A ; Head Master, P. N. Acedemy, Cuttack :—

"It is full of very interesting and instructive lessons in the form of essays. It would, I firmly believe, be of much practical use to those for whom it is intended. I have no hesitation in saying that it can safely be introduced as a text-book in the higher classes of H. E. Schools."

11. **Sir Gooroodass Banerjee, late Vice-Chancellor, Calcutta University :—**

"আপনার "বিবিধ প্রবন্ধ" কিয়দংশ পাঠ করিয়াছি এবং পাঠ করিয়া দেখিয়াছি তাহার ভাষা সরল, তেজস্বী ও বিশদরূপে ভাব-ব্যঞ্জক এবং ভাবগুলি উন্নত ও পবিত্র। আপনার ন্যায় সাধু ও চিন্তাশীল লেখকের লেখা যেরূপ হওয়া উচিত, সেইরূপই হইয়াছে।"

12. Mr. Sarada Charan Mitra, M. A. B. L., Ex-Judge, Calcutta High Court and late President, Bangia Sahitya Parishad, Calcutta :

"বিবিধ প্রবন্ধ" পড়িলাম। কয়েকটী প্রবন্ধ বেশ ভাল লাগিয়াছে। হৃদয়ের উচ্ছ্বাসে লেখা, ভাষা খুব সরল, ভাল লাগিবেনা কেন ?"

13. Kumar Saradindu Narayan Ray, M. A., Prajna, late Member, E. B. and Assam Legislative Council :—

"আপনার বই যতদূর পড়িলাম বড়ই ভাল লাগিল। এত উপদেশ ; আর ভাষাটিও বড়ই সুন্দর ও প্রসাদ গুণযুক্ত। এ রকম বই স্কুল পাঠ্য হওয়া উচিত।"

14. Rai Biswambhar Ray Bahadur, B L ; Vice-Chairman, Nadia District Board :—

"ইহা সুমধুর পবিত্রভাব ও সদুপদেশ পূর্ণ মনোহর গ্রন্থ হইয়াছে। মনুষ্যজীবনের প্রধান প্রধান আলোচ্য বিষয়গুলি অতি অল্পের মধ্যে সন্নিবেশ করিয়াছেন এবং বেশ সরলভাবে বুঝাইয়া দিয়াছেন। ভরসা করি আপনার গ্রন্থ প্রণয়নের মহৎ উদ্দেশ্য সফল হইবে।"

15 Babu Biseswar Das Gupta, B.A ; Head master, Maulvi Bazar High School, Assam :—

"মহাশয়ের "বিবিধ প্রবন্ধ" পাঠ করিতে প্রবৃত্ত হইয়া উহার রচনা-গত আকর্ষণী শক্তি ও মাধুর্য্য বশতঃ শেষ পর্য্যন্ত পাঠ করিয়া অতীব

আনন্দানুভব করিয়াছি। পুস্তকখানি পাণ্ডিত্য ও চিন্তাশীলতার পরিচায়ক বটে। জটিল দার্শনিক তত্ত্বগুলি প্রসাদগুণ পূর্ণ, পবিত্র ভাষা প্রভাবে চিত্তাকর্ষক হইয়াছে। ইহা ছাত্রগণের পাঠের সম্পূর্ণ উপযোগী এবং ইহা পাঠে তাহাদের চিত্ত ও চরিত্রের উন্নতি অবশ্যম্ভাবী।"

16 **Babu Lalit Mohan Mukerjee, Secretary, Bangia Sahitya Samaj, Benares :—**

"প্রবন্ধগুলি নীতি ও ধর্ম্মভাবে অণুস্যূত। গ্রন্থকর্ত্তা একজন ক্ষমতাশালী লেখক, প্রত্যেক প্রবন্ধেই তাঁহার চরিত্র ও ধর্ম্মবল সূচিত হইতেছে। এইরূপ পুস্তক পাঠে বালক বৃদ্ধ সকলই সমান উপকৃত হইবেন বলিয়া আশা করা যায়।"

17. **Kayastha Patrika, Calcutta, Magh, 1320 :—**

"প্রবন্ধগুলি পাঠ করিয়া নিরতিশয় আনন্দ পাইলাম। প্রবন্ধগুলি প্রগাঢ় চিন্তা ও আধ্যাত্মিক জ্ঞান গবেষণায় পরিপূর্ণ। বাল[illegible] যুবক, বিষয়ী, বৃদ্ধ এই গ্রন্থের বিশ্বজনীন উপদেশগুলি সকলেরই [illegible]। হেম বাবু বহুদিন হইতেই বাঙ্গালা সাহিত্যের সেবা করিতেছেন। তাই তাঁহার সুযোগ্য হস্তে এমন প্রবন্ধ প্রকাশিত হইয়াছে।"

18. **Rai Joges Chandra Ray Sahib. M A; Professor, Ravenshaw College, Cuttack and Compiler, Bengali Sabda Kosha :—**

"আপনি এখানকার স্মৃতির নিদর্শন রাখিলেন। প্রুফ পড়িয়াছিলাম, এখন ছাপা পড়িলাম। অনেকের উপকার হইবে।"

19 **Babu Beni Madhab Das, M A; Head master, Krishnagar Collegiate School :—**

"আপনার গ্রন্থখানিতে আপনার হৃদয়খানি সুন্দর চিত্রিত হইয়াছে। সর্ব্বত্র আপনার পবিত্র হৃদয়ের সুকুমার ভাব-রাজ্যের সৌরভ ও [illegible] পূর্ণ। আপনি আপনার জীবনের আদর্শ এদেশীয় ছাত্রদের জীবনে [illegible]ইতে জানেন—আপনার লেখায় সেই আদর্শ ফুটিয়া উঠিয়াছে—[illegible]নেই আপনার লেখার বিশেষত্ব।"